সরকারের পদত্যাগের দাবিতে কেনিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ

সারে-জমিন

চেন্নাইয়ে মৃত্যু জলঙ্গির পরিযায়ী শ্রমিকের

রূপসী বাংলা

বিধানসভা উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের ফলাফলের তাৎপর্য

সম্পাদকীয়

মুহাররম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

দাওয়াত

পান্ডিয়া নন, ভারতের নতুন অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৮ জুলাই, ২০২৪
৪ শ্রাবণ ১৪৩১
১১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 193 ■ Daily APONZONE ■ 18 July 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

১৫ দিনে ৯ শিশুর মৃত্যু, গুজরাতে আতঙ্ক এখন চণ্ডীপুরা ভাইরাস

আপনজন ডেস্ক: গুজরাতে করোনার ভ্রূকুটি। করোনার মতো শিশুদের মধ্যে চণ্ডিপুরা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। চণ্ডিপুরা ভাইরাস, ওরফে চন্ডিপুরা ভেসিকুলো ভাইরাস একটি আরএনএ ভাইরাস, যার মধ্যে রেবিস ভাইরাস রয়েছে। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের চণ্ডীপুরা গ্রামে প্রথম এটি শনাক্ত হয়। দু'দিন আগে মেহসানার এক বছরের এক বছরের শিশুকে জ্বর ও খিঁচুনি নিয়ে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে আনা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, শিশুটি বুধবার মারা গেছে, শিশুটির নমুনাগুলি আরও বিশ্লেষণের জন্য পুনের একটি পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও অবধি, সন্দেহভাজন চণ্ডীপুরা ভাইরাস রাজ্যে নয়টি শিশুর মৃত্যুর সাথে যুক্ত হয়েছে। মেহসানার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে আরও দুই শিশুকে চিকিৎসার জন্য আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেহসানা জেলার মহামারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ বিনোদ প্যাটেল বলেছেন, খেরালু তালুকের ভারেথা গ্রামের এক বছর বয়সী শিশুকে প্রথমে ভাদনগর সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছিল, পরে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। নমুনা পুনেতে পাঠানো হয়েছে, ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট আশা করা হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরীক্ষার ফলাফল আসার আগেই শিশুটি মারা যায়। পাশাপাশি, বিজাপুর তালুকের দাভালা ফার্মের তিন বছরের একটি শিশুকে ভাদনগর সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, নমুনাও পুনেতে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ গুজরাতে মোট ১৪ টি সন্দেহজনক মামলার রিপোর্ট দিয়েছে। পঞ্চমহল এবং আরাবল্লী জেলায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, গত ১৫ দিনে সন্দেহভাজন চণ্ডীপুরা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৯ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহমেদাবাদে দুই শিশুকে এই ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হিম্মতনগর সিভিল হাসপাতালে ২৭ জুন থেকে রাজস্থানের আরাবল্লী ও সবরকণ্ঠ জেলার আট শিশু ভর্তি হয়েছে ও দুই কিশোরীও চিকিৎসাধীন। তাই গুজরাত জুড়ে এখন আতঙ্ক হয়ে উঠেছে চণ্ডীপুরা ভাইরাস।

সব কা বিকাশ নয়, সংখ্যালঘু মোর্চা বন্ধ করে হিন্দুদের বাঁচাও: শুভেন্দু

আপনজন ডেস্ক: বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বুধবার বিজেপিকে তাদের সংখ্যালঘু মোর্চা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপির রাজ্য কর্মসমিতির বর্ধিত অধিবেশনে এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, আমি অতীতে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের কথা বলেছি। সেটা আর বলব না। আপনারা (অন্য বিজেপি নেতারা) সব কা বিকাশের কথা বলেছেন। বন্ধ করো সব কা সাথ সব কা বিকাশ। সংখ্যালঘু মোর্চার দরকার নেই।

প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদী নিজে 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগান তুলেছিলেন, যদিও বিজেপি কোনও মুসলিম প্রার্থী দেয়নি এবং ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও মন্ত্রীও ছিল না। যদিও বঙ্গ বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন সাংবাদিক চার্লস নন্দী।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করা সত্ত্বেও, নির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির মুখ হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত ট্র্যাক রেকর্ড হতাশাজনক। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির আসন সংখ্যা ছিল ১৮। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘুরা, যারা প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটার, লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পকেট দখলে তৃণমূলকে ভোট উজাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোট এবং তৃণমূলের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট বিভাজন বিজেপিকে এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি আসনে জিততে সহায়তা করেছিল। লোকসভা ভোটের সেই ১৮ আসন থেকে কমে এবারের লোকসভা নির্বাচনে ১২-এ নেমে আসে। আরও খারাপ ফল হয় রায়গঞ্জ, বাগদা এবং রানাঘাট দক্ষিণের বিধানসভা উপনির্বাচনে যেখানে বিজেপি বিপুল ভোটে পরাজিত হয়। বিশেষ করে যে আসনগুলি বিজেপির দখলে ছিল এবং লোকসভাতেও বিজেপি ভাল ব্যবধানে এগিয়ে ছিল সেখানেই তাদের ভরাডুবি হয়েছে।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সভায় শুভেন্দু সেই পরাজয় মেনে নিতে নাপারায় বলেন, বিজেপির সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের ব্যর্থতা নিয়ে পরে আলোচনা হতে পারে। এখন সময় এসেছে হিন্দু ও সংবিধানকে বাঁচানোর।

'হিন্দুরা এক হও' স্লোগান দিয়ে ১৫ মিনিটের বক্তব্য শুরু করে শুভেন্দু অধিকারী এক পর্যায়ে দর্শকদের দিকে আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, আপনি এখানে কালির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। ২০২৬ সালে (যখন বাংলার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে) আমি ভোট দিতে পারব না। কারণ আমি হিন্দু। আমার বাড়ির বাইরে শত শত জিহাদি বসে থাকবে আর পুলিশ নজরদারিতে থাকবে।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূলের জেহাদি, সন্ত্রাসবাদী ও গুন্ডারা বিজেপির বুথ স্তরের সংগঠনকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ যুবককে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তিনি বলেন, প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও আমরা এই লোকসভায় ২.৩৩ কোটি ভোট পেয়েছি। আমরা ২১টি আসন জিততে পারলে খুশি হতাম। কেউ ভাবতে পারেনি যে আমরা কোচবিহার, আরামবাগ, মেদিনীপুরকে হারাব।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, লোকসভা ভোটে যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার আসন-সহ রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি আসনে হিন্দু ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, ভাঙড়ে চারটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে দুটি এলাকার ভোটারদের ভোটের দিন বাড়ির বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়নি। বাসন্তী এক্সপ্রেসওয়ের কথা ভুলে যান, ওই অংশটা ইসলামাবাদ হয়ে গিয়েছে। মানিকতলায় ১১টি হাউজিং কমপ্লেক্সের ভোটারদের ভিতরে আটকে রাখা হয়েছিল। যেখানে ভোট হয়েছে, সেখানে অন্য এলাকা থেকে গুন্ডাদের পাঠানো হয়েছে, ভোট লুঠ হয়েছে। শুভেন্দু জানান, তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির বঙ্গ প্রভারী সুনীল বনশলের সঙ্গে সাংগঠনিক ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতির কাছে সময় চেয়েছি তার হস্তক্ষেপ কামনা করার জন্য। আমরা রাজ্যে ৩৫৬ ধারা (রাষ্ট্রপতি শাসন) চাই না। তিনি বলেন, বিজেপি পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় না। বাংলাকে অশান্ত এলাকা ঘোষণা করে সেই অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। তা না হলে আমরা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রকে বাঁচাতে পারব না।

শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, লোকসভা ভরাডুবির পর বিজেপি নিজেদের কর্মীদের শান্ত করার অজুহাত খুঁজছে।

দাড়ি রাখা নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল ল বোর্ড

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি) মুসলিম পুলিশ অফিসারের দাড়ি রাখার বিষয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে কেবল বৈধই নয়, বহুত্ববাদী সমাজের প্রতিটি বিভাগ এবং ব্যক্তির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করে। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ভিক্টোরিয়া গৌরী পুলিশ কর্মী আবদুল কাদিরের হজের পর দাড়ি রাখা নিয়ে যে মত দিয়েছেন তা ভুল নয়, বরং ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করায় তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা ভুল। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র দেশের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুসারে নয়, ১৯৫৭ সালের মাদ্রাজ পুলিশ গেজেট অনুসারেও করা হয়েছে, যা মুসলিম পুলিশ অফিসারদের দাড়ি রাখার অনুমতি দেয়। বিচারপতি গৌরী তার রায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছিলেন যে ভারত বিভিন্ন ধর্ম এবং রীতিনীতির দেশ। এর সৌন্দর্য এই বৈচিত্র্যকে বজায় রাখার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে এখানে প্রতিটি নাগরিককে তাদের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি অনুসারে জীবনযাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ড. ইলিয়াস আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন আদালতে এ ধরনের অনেক মামলা রয়েছে, যেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে থাকা মুসলিম অফিসারদের দাড়ি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি কেবল এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হবে না, তবে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের নামে দেশে ব্যক্তিগত আইন এবং প্রথাগত আইনগুলি বাতিল করার চেষ্টা করা ব্যক্তি বা সরকারগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল ও কলেজ প্রশাসন এবং রাজ্য সরকারগুলির জন্য যারা হিজাব সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তাদের জন্যও একটি সতেজ শিক্ষা হিসাবে প্রমাণিত হবে। আদালত তার রায়ে আবদুল কাদিরের সাজাকে দুঃখজনক ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করে পুলিশ কমিশনারকে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বিধায়কের একুশে প্রস্তুতি সভা নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের নওদার বিধায়ক সাহিনা মমতাজ খান এর উদ্যোগে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা অুষ্ঠিত হল বুধবার নওদার বিধায়ক কার্যালয়ে। হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন, তার পরেই একুশে জুলাই। তৃণমূল বরাবরই এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে কোলকাতার ধর্মতলায়। আর সেই অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে দেওয়াল লিখন থেকে প্রস্তুতি সভা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই জেলা একের পর এক ব্লকে তৃণমূলের উদ্যোগে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। সে মোতাবেক বুধবার নওদার বিধায়ক কার্যালয়ে একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন নওদা বিধানসভার বিধায়ক সাহিনা মমতাজ খান, নওদা ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় কুমার হালদার সহ অঞ্চল ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

হরি গুরুচাঁদ সরণীর সূচনা মেমারিতে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: বুধবার গুরুচাঁদ পল্লী পারিজাত নগর হরি মন্দিরে যাওয়ার নবনির্মিত কংক্রিটের রাস্তা “হরি গুরুচাঁদ সরণী”-র শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করবেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ হাঁসদা, কর্মাধ্যক্ষ তসমিনা খাতুন, কর্মাধ্যক্ষ সমীরণ মজুমদার, নিমো ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মধুমালা বসু মন্ডল, মন্দির কমিটির সভাপতি কালিদাস বারুরী, জেলা মতুয়া সংঘের কৃষ্ণপদ বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির আর্থানুকূল্যে নির্মিত প্রায় আড়াইশো মিটার এই রাস্তা নির্মাণের পরেও হরি মন্দির সংলগ্ন কমিউনিটি হলের আর্থিক সংস্থানের চেষ্টা করবেন বলে জানান জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির আর্থানুকূল্যে পার্শ্ববর্তী ড্রেন নির্মাণ ও পাড়া থেকে ডিভিসির বাঁধ পর্যন্ত চলাচলের রাস্তাটিও করে দেওয়া হবে বলে জানান সভাপতি বসন্ত রুইদাস ও নিত্যানন্দ ব্যানার্জী।

শুশুনিয়া পাহাড়ে ফের পড়ল সিড বোম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়। রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম পরিচিত নাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছে পছন্দের জায়গা এই পাহাড়। বছর ব্যাপী দূর দূরান্তের পর্যটকরা ছুটে আসেন এই পাহাড়ে। তবে পাহাড়ের একাংশ ন্যাড়া হওয়ার কারণে বড্ড বেমানান লাগে। তাই পাহাড়ের ন্যাড়া অংশে বুধবার সাত সকালেই সিড বোম অর্থাৎ বীজ বোমা ফেলল বনদপ্তর। গত বছর ঠিক এরকম সময়ে পাহাড়ের রুক্ষ ও ন্যাড়া অংশে সিড বোমা ফেলে বন দপ্তর, আর তাতেই অভাবনীয় সাফল্য আসে। এ বছর ১০০০ পিস বোমা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ নেড়া অংশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বলে জানান ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক এশা বোস। শিশু, বামলা, বট, চটরা, শুয়াবুল, শিরিষ সহ বেশ কিছু গাছের বীজ মাটির মন্ডের আকারে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। যা পাহাড়ের রূক্ষ অংশে সহজেই চারা তৈরি করতে পারবে। পাশাপাশি শতাধিক বৃক্ষ জাতীয় চারা লাগানো হয় পাহাড়জুড়ে। আজ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শুশুনিয়া মাঙ্গলিক সংঘের যুবকেরা। বনমহোৎসব উপলক্ষে ছাতনা বন বিভাগের আয়োজিত এই ধরনের আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগদান করতে পেরে খুশি তারা। এ বছরেও সিড বোমায় সাফল্য আসবে বলে ধারণা করছে ছাতনা বনদপ্তর।

অনলাইনে মোবাইল ফোন অর্ডার করে পেলেন পুরাতন চার্জার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সাধারণ মানুষের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে বেশকিছু কোম্পানি অনলাইন এ ব্যবসার ফাঁদ পেতে প্রতারণ করে অবৈধ ভাবে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে।তবে অনলাইনে প্রতারণার ফাঁদ নতুন কিছুই নয়।এবার ক্যানিংয়ের মাতলা ১ পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর দিঘীরপাড় এলাকার যুবক অনলাইনে একটি ফোনের অর্ডার করেছিলেন গত প্রায় এক সপ্তাহ আগে।বুধবার অর্ডার করা ফোন ডেলিভেরী দেওয়ার জন্য বুধবার দুপুরে হাজীর হয়েছিলেন ডেলিভেরী বয়।

ফোনের প্যাকেট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ। প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোনের দুটি পুরাতন চার্জার।এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।যদিও ডেলিভেরী বয় বিপদ হতে পারে বুঝতে পেরে প্যাকেট নিয়ে তড়িঘড়ি চলে যায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে দীপু মন্ডল জানিয়েছেন,অনলাইনে একটি কিপ্যাড ফোনের অর্ডার করেছিলাম।ডেলিভেরি সহ মোট ৮৯৮ টাকা দাম ধার্য্য ছিল।সেই মতো ফোন নেওয়ার জন্য ডেলিভেরী বয় ফোন করেছিল।দাম চেয়েছিল ১০৯৮ টাকা। এপর্যন্ত সব ঠিক ছিল।বুধবার দুপুরে ডেলিভেরী বয় অর্ডার করা ফোনের প্যাকেট দিতেই খুলে ফেলি।মোবাইল ফোনের পরিবর্ত প্যাকেটের মধ্যে দুটি পুরাতন চার্জার রয়েছে।ডেলিভেরী বয় তড়িঘড়ি প্যাকেট নিয়ে চলে যায়।ডেলিভেরী বয়ের সামনে প্যাকেট খোলায় এযাত্রায় বেঁচে গেলাম। তা নাহলে ১০৯৮ টাকার মাশুল গুনতে হতো।এছাড়াও সাধারণের উদ্দেশ্যে আমার বিনীত অনুরোধ,অনলাইনে কোন জিনিস অর্ডার করলে ডেলিভেরী বয়ের সামনে বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধ করুন। না হলে ঠকতে হতে পারে।

চেন্নাইয়ে কাজ করতে গিয়ে ভারা থেকে পড়ে মৃত্যু জলঙ্গির পরিযায়ী শ্রমিকের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ফরিদপুর অঞ্চলের পোল্লাডাঙ্গা সরদারপাড়ার আলাউদ্দিন সরদার বয়স ৪০ গত ১০ দিন আগে চেন্নাই রাজমিস্ত্রির কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। চেন্নাই পৌঁছিয়ে ঠিকঠাক ভাবেই চলছিল কাজ। প্রতিদিনের মত বুধবার সকালেও রাজমিস্ত্রির কাজে যোগ দেন। তখনই বিল্ডিং এর কাজ করতে গিয়ে ভারা থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয় ওই পরিযায়ী শ্রমিক, সহকর্মীরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। মৃতের স্ত্রী বলেন গত পরশু শেষ কথা হয় ,তার পরে দুপুরে বড় ছেলে ফোন করে জানান যে বাবা বিল্ডিং থেকে পড়ে গিয়েছে তার কিছুক্ষণ পরে আবার ফোন আসে যে মৃত্যু হয়েছে।মৃতের স্ত্রী আরো বলেন বন্ধন নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছি আর সেই টাকা শোধ করার জন্য চেন্নাই রাজমিস্ত্রির কাজে যায় আর সেই খানে বুধবার এমন দুর্ঘটনা ঘটবে ভাবতেও পারিনি,এখন দুই ছেলে কে নিয়ে কিভাবে সংসার চালাবো, না লোন শোধ করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা,যদি সরকারি ভাবে সাহায্য করা হয় তাহলে অনেক উপকার হবে বলেও জানান।অভাবের সংসারে হাল ধরতে গিয়ে ভিন রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। স্বামীর মুখটা শেষ বারের মত দেখার অপেক্ষায় এখন পোহর গুনছে স্ত্রী সন্তান ,কিভাবে আসবে পরিযায়ী শ্রমিকের নিথর দেহ চিন্তায় সকলে।ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়।

ভুয়ো পুলিশ অফিসার গ্রেফতার এবার মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জায়গায় খবরের শিরোনামে উঠে আসে ভুয়ো শিক্ষক থেকে শুরু করে ভুয়ো ডাক্তার অফিসারের একাধিক ঘটনা খবর দেখা গিয়েছে এবার ছার পেলোনা রাজ্য পুলিশ।পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ভুয়া পুলিশ অফিসার। মঙ্গলবার গভীর রাতে মালদার পুকুরিয়া থানার অন্তর্গত লোখরা এলাকা থেকে এক ভুয়া পুলিশ আধিকারিককে গ্রেফতার করে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে ভুয়া ওই পুলিশ আধিকারিকের নাম আনোয়ারুল আলী। বুধবার তাকে চাচোল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,

মঙ্গলবার গভীর রাতে পুখুরিয়ার আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের লোখরা গ্রামে ওই ব্যক্তি পুলিশের পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের তার চলাচল সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাকে আটক করে খবর দেওয়া হয় পুকুরিয়া থানায়। রাতের বেলায় পুখুরিয়া পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে । গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ ওই ব্যক্তিকে একাধিকবার গ্রামে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে । গতকাল রাতে একটি মেয়ের বাড়ির পাশে তাকে ঘুরতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে আটক করে ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ভুয়ো পুলিশ অফিসারটির নাম আনোয়ারুল হক। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ গ্রামেরই একটি মেয়ে এর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে তার। মঙ্গলবার রাত্রেও ছেলেটি ওই মেয়েটির সাথে দেখা করতে এসেছিল। মেয়েটির অভিযোগ, গত ছয় মাস থেকে ওই ছেলের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল । একাধিকবার আমার সাথে দেখাও করে সে । মিথ্যা কথা বলে আমাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে সে । আমার সাথে কিছু অত রঙ্গ মুহূর্ত ছবি তার মোবাইলে ছিল । নিজেকে পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে আমার বাবাকে হুমকি দিত। বুধবার অভিযুক্ত কে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

একুশের প্রস্তুতি বক্সির

আপনজন: বুধবার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে মূল মঞ্চের কাজ তদারকি করতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সী,মেয়র পারিষদ সদস্য বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়,শিক্ষক নেতা একেএম ফারহাদ, বাবু বক্সী, রতন বাবু, অলোক দাস, রাজীব দাস প্রমুখ।

অ্যাবাকাসের শিক্ষা কর্মসূচি

পারিজাত মোল্লা ● বর্ধমান

আপনজন: সম্প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রসারে পূর্ব বর্ধমানের অ্যাবাকাসের বিভিন্ন সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভাতারে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সৌজন্যমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় সেরাদেরহাতে প্রাইজ তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শুক্লাম্বর মিত্র, সঙ্গে ছিলেন বলগোনা সেন্টারের শিক্ষিকা মাম্পি দে সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকারা। প্রায় ২১ হাজার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করে আসছে ।

সবজি কিনতে সুফল বাংলার গাড়ির সামনে লম্বা লাইন জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: জলপাইগুড়ির বাজারে বাজারে সুফল বাংলার কম দামে ভ্রাম্যমান আলু পেঁয়াজের গাড়ি পৌঁছল। ক্রেতাদের লম্বা লাইন লক্ষ্য করা গেল ওই গাড়িগুলোর সামনে। সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ মরিয়া জেলা প্রশাসন। জেলায় সুফল বাংলা মাধ্যমে আলু, পেঁয়াজ নিয়ে বাজারে বাজারে মোবাইল ভ্যান মঙ্গলবার থেকে ঘুরতে শুরু করল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ ও বিপণন দপ্তরের অধীন সুফল বাংলার মাধ্যমে সুলভ মূল্যে আলু ও পিয়াঁজ বিক্রয় কেন্দ্র চালু হল। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই বেশ কয়েকটি মোবাইল ভ্রাম্যমান গাড়ি প্রায় ৩০ টি পয়েন্টে বাজার এলাকায় এই পরিষেবার চালু থাকবে বলে জেলাশাসক শামা পারভিন জানান। জলপাইগুড়ি শহরের বলখানা বাজার ,দিনবাজার সহ বিভিন্ন বাজার এলাকায় সুলভ মূল্যে আলু এবং পেঁয়াজ কিনতে ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা

যায়। মঙ্গলবারও খুচরো বাজারে আলুর দাম ৩৫ টাকা এবং পেঁয়াজ ৪২ টাকা কিলো বিক্রি হচ্ছে বলে জানা যায়। তবে এই সরকারের ভ্রাম্যমান স্টলে আলু ২৮ টাকা এবং পেঁয়াজ ৩৮ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে,হাতির হামলায় জখম এক মহিলার চিকিৎসা চলাকালীন অবশেষে মৃত্যু ।ঝাড়গ্রামের ডালকাটি গ্রামে হাতির হামলায় এক মহিলার মৃত্যু। ঝাড়গ্রাম ব্লকের অন্তর্গত বন দপ্তরের বালিভাষা বিটের অধীন ডালকাটি এলাকার জঙ্গলে ডালকাটি গ্রামের বাসিন্দা প্রণতি মাহাতো নামে এক মহিলা ছাতু কুড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ওই জঙ্গলে থাকা একটি হাতি আচমকা এসে তাকে আছাড় মারে এবং পা দিয়ে পিষে দিয়ে চলে যায়। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর তার পরিবারের লোকেরা তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন হাতির হামলায় গুরুতর জখম প্রণতি মাহাতোর মৃত্যু হয়।

গভীর রাতে বোমাবাজি পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে, এলাকায় চাঞ্চল্য

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: গভীর রাতে ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুর এলাকায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা লাকী পারভীনের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে কিছু দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, লাকী পারভীন ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্যা।

ঘটনার সময়, বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, গভীর রাতে কিছু দুষ্কৃতী তার বাড়িতে দুটি বোমা নিক্ষেপ করে, একটি বাড়ির দেওয়ালে এবং আরেকটি ছাদে।

এ ঘটনায় আতঙ্কিত লাকী পারভীনের পরিবার এখনো বুঝে উঠতে পারছে না কেন তাদের বাড়িতে এই হামলা হলো।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, এই বোমাবাজির ঘটনায় তারা ভীষণ আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন।

পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে তৎপর হয়েছে। তবে এই হামলার পিছনে কারা এবং কি উদ্দেশ্য তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ঘটনার পর এলাকাবাসীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এবং প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।এই মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে তৎপর হয়েছে।

অন্ধকারে রাস্তায় হাঁটার পথে সাপের কামড়, হাসপাতালে ছুটলেন যুবক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: রাতের অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরছিলেন এক যুবক। টর্চের আলো জ্বালতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় হাসপাতালে ছুটলেন চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পগনার সোনাপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটির বাগের মোড় এলাকার বাসিন্দা যুবক উত্তম সরদার।বুধবার রাত আটটা নাগাদ স্থানীয় বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন।রাতের অন্ধকারে আচমকা একটি ছোট্ট চন্দ্রবোড়া সাপের উপর পা উঠে যায়।গায়ের উপর পা উঠতেই মুহূর্তে ওই যুবকের ডানপায়ে কামড় দেয় চন্দ্রবোড়া সাপ। শুরু হয় যন্ত্রণা।হাতে থাকা টর্চের আলো জ্বালতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ওই যুবকের।দেখতে পায় একটি

চন্দ্রবোড়া সাপ দ্রুততার সাথে পালিয়ে যাচ্ছে।রাতের অন্ধকারে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না ওই যুবক।চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করলে আওয়াজ পেয়ে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসে।ওই যুবক কে উদ্ধার করে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।বর্তমানে ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানান, ‘সাপ কামড় দেওয়ার পর দ্রুত উত্তমকে হাসপাতালে নিয়ে আসায় চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়েছে। তাকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ টি দেওয়া হয়েছে।সাপ কামড় দিলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতালে নিয়ে গেলে জীবন সংশয়ের কোন ঝুঁকি থাকে না।’

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুহাররমের শোক মিছিল রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বুধবার সর্বত্র পালিত হচ্ছে পবিত্র মুহাররম পর্ব। এই মুহাররম উপলক্ষে রাজনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ গ্রাম থেকে তাজিয়া ও নিশান নিয়ে শোভাযাত্রা করে রাজনগর ইমামবাড়া প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন বুধবার সকালে। সেখানে এখানকার সাবেকি প্রথা মেনে লাঠিখেলা সহ মর্সিয়া ও মাতম করলেন। এই ইমামবাড়া প্রাঙ্গনে বুধবার মুহাররমের দিন দেখা গেল এক অন্য চিত্র। রাজনগরের শাকিরপাড়া গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যান্য গ্রামের পাশাপাশি তারাও মুহাররমে শোভাযাত্রা করে ইমামবাড়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন। কিন্তু এবারের মুহাররমের দিনটি তাঁরা একটু অন্যভাবে পালন করলেন। অন্যান্য

গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যখন ইমাম হোসেনের শোকে ব্যাকুল হয়ে মর্সিয়া ও মাতম প্রদর্শন করলেন, সেখানে সাকিরপাড়া গ্রামবাসীরা অন্যান্যদের মতো মুহাররম উপলক্ষে ইমাম হোসেনের স্মরণে মর্সিয়া ও মাতম তো করলেনই ,পাশাপাশি তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং প্যালেস্টাইনকে সমর্থন জানিয়ে মাতম করতে করতে ইমামবাড়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। প্যালেস্টাইনের পতাকা হাতে নিয়ে এবং প্রতীকি শপদে দেখো নিয়ে শোক মিছিল করলেন তাঁরা। গ্রামবাসীদের একজন জানালেন ফিলিস্তিনিদের ইসরাইল নির্মমভাবে হত্যা করছে। গ্রামবাসীরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা ফিলিস্তিনিদের সাথে আছি।

সাংসদ আবু তাহেরকে সংবর্ধনা

আপনজন: সাংসদ আবু তাহের খান কে সংবর্ধনা ডোমকল বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জনকল্যাণ মাঠে। উপস্থিত ছিলেনজেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার,বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম, ব্লক সভাপতি হাজিকুল ইসলাম, টাউন সভাপতি কামরুজ্জামান মন্ডল সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্ব গণ। ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম

প্রথম নজর

নিউজিল্যান্ডের সৈকতে পৃথিবীর বিরলতম তিমি

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের সমুদ্রসৈকতে ভেসে এসেছে বিশ্বের বিরলতম তিমি। সরকারি গবেষকরা জানিয়েছেন, ১৬ দশমিক ৪ ফুট (প্রায় ৫ মিটার) লম্বা প্রাণীটির দেহাবশেষ ৪ জুলাই দক্ষিণ ওটাগো প্রদেশের একটি সৈকতে পাওয়া গেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি কোদাল দাঁতওয়ালা বিরল প্রজাতির একটি তিমি যা আগে কখনো জীবিত দেখা যায়নি। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের সংরক্ষণ বিভাগের সামুদ্রিক-স্তন্যপায়ী বিশেষজ্ঞরা এই প্রজাতিটিকে একটি পুরুষ ও কোদাল-দাঁতওয়ালা তিমি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিরল এই তিমিটির শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য একটি ডিএনএ তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সংরক্ষণ বিভাগের উপকূলীয় ওটাগোর অপারেশন ম্যানেজার গ্যাবে ডেভিস সোমবার বলেছেন, কোদাল দাঁতযুক্ত তিমি আধুনিক সময়ের সবচেয়ে কম পরিচিত বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রজাতির একটি। ১৮০০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মাত্র ছয়টি নমুনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি বাদে সবই নিউজিল্যান্ডের ছিল। ডেভিস আরোবলেছেন, প্রজাতিটি এত বিরল যে তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক এবং সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিশাল বলে জানিয়েছেন তিনি। তিমিটির দেহ হিমাগারে রাখা হয়েছে। জেনেটিক নমুনা নিউজিল্যান্ড সিটাসিয়ান টিস্যু আর্কাইভের কিউরেটর হিসাবে দেশটির অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। ডিএনএ প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্ত শনাক্তকরণ নিশ্চিত হতে কয়েক সপ্তাহ অথবা মাস সময় লাগতে পারে। এর আগে, ১৮৭৪ সালে নিউজিল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে প্রথম এই প্রজাতিটির সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই নমুনা, নিউজিল্যান্ড এবং চিলিতে পাওয়া অন্যান্য দুটি নমুনার কঙ্কালের অবশেষসহ বিজ্ঞানীদের একটি নতুন প্রজাতি নিশ্চিত করতে সক্ষম করেছে।

জাপানে ঝাল চিপস খেয়ে হাসপাতালে ১৪ শিক্ষার্থী

আপনজন ডেস্ক: জাপানের রাজধানী টোকিওতে ঝাল আলুর চিপস খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৪ শিক্ষার্থী। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) একটি হাই স্কুলে শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড ঝালের আলুর চিপস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দেশটির পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য মতে, এক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে প্রচণ্ড ঝাল আলুর চিপস নিয়ে গিয়েছিল। পরে সে সহপাঠীদের মাঝে সেই চিপস ভাগাভাগি করে। প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী সেই চিপস খায়। খাওয়ার পর প্রচণ্ড ঝালের কারণে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে শিক্ষার্থীরা। কয়েকজনের বমি বমি ভাব হয়। কয়েকজনের মুখের চারপাশে ব্যথা অনুভূত হয়। এ সময় জরুরি ভিত্তিতে ফোন করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে ডাকা হয়। পরে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তাদের মধ্যে মেয়ে ১৩ জন, ছেলে একজন। ঝালযুক্ত ওই চিপস তৈরিকারক প্রতিষ্ঠান জাপানের ইসোয়ামা করপোরেশন। গ্রাহকদের ‘অসুবিধার’ জন্য ক্ষমা চেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে। তবে নিজেদের ওয়েবসাইটে আগে থেকেই প্রচণ্ড ঝালযুক্ত এই চিপস নিয়ে গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়েছিল ইসোয়ামা করপোরেশন। বলা হয়েছে, এ চিপস এতই ঝাল-মসলাদার যে খাওয়ার পর অস্বস্তি হতে পারে। তাই ১৮ বছরের কম বয়সের কাউকে এ চিপস খেতে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটি সতর্ক করে বলেছে, এ চিপস খেলে উচ্চ রক্তচাপ ও পেট খারাপ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই যাদের আগে থেকে এমন প্রবণতা আছে, তাদের জন্য এ চিপস খাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এমনকি চিপসের প্যাকেট খোলা সময়ে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সরকারের পদত্যাগের দাবিতে কেনিয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ কোনোভাবেই থামছে না। বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ করছেন দেশটির সাধারণ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করছে পুলিশ।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, মঙ্গলবার সরকারের সঙ্গে সংলাপের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বিক্ষোভকারীরা। এ দিন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত একজন নিহত ও বহু আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হয়। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়েছে। এ সময় এক বিক্ষোভকারী নিহত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দোকানপাট বন্ধ করে দেন ব্যবসায়ীরা।
দেশটিতে একটি আর্থিক বিলকেকেন্দ্র করে গত মাসে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। সে সময় সংঘর্ষে কয়েক ডজন নিহত হন। যদিও এরই মধ্যে ওই বিল বাতিল করে পুরো মন্ত্রিসভার সদস্যদের সরিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও বিক্ষোভকারীদের হত্যার জন্যই মূলত এখন রুটোর পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সরকারবিরোধী বিক্ষোভের বেশ কয়েক দিন পর মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্যকে সরিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো।
বিতর্কিত ওই বিলটি পাসের পরই সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। সে সময় সংসদ সদস্যরা বেসমেন্টে আশ্রয় নেন। শুধু রাজধানী নাইরোবি নয়, নতুন বিলের বিরুদ্ধে দেশজুড়েই বিক্ষোভ হয়। এতে নিহত হন ৩০ জনের বেশি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে রাসায়নিক যুদ্ধের শঙ্কায় ন্যাটো

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া ইউক্রেনের চলমান সংঘাত যে শীঘ্রই থেমে যাবে, এমন সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে দুর্বল। গত বছরের এই সময়ের সাথে তুলনা করলে, ভ্লাদিমির পুতিন এখন আগের চেয়েও শক্তিশালী। শুধু সামরিক শক্তির বিচারেই নয়, রাজনৈতিকভাবেও গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত অবস্থানে রয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তবে ন্যাটো সদস্য দেশগুলো নানাভাবে সমর্থন দেওয়ার ইউক্রেন এখনো রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে। অনেকের মতে, পশ্চিমা দেশগুলো শুধু ইউক্রেনে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ওপরই জোর দেয় না বরং রাজনৈতিকভাবেও বিশ্বকে আরো বেশি মেরুকরণ করার চেষ্টা করে। এরইমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরো এক বছরের জন্য বাড়িয়েছে। তাদের দাবি ইরান ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে ড্রোন নির্মাণ ও উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করছে।

ইউক্রেন বিষয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বৈঠক অনুষ্ঠান

ইউক্রেন ঘোষণা করেছে তারা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধে শান্তির লক্ষ্যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বৈঠক করতে যাচ্ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ঘোষণা করেছেন কিয়েভ রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সভা করতে সক্ষম হবে। গত মাসে ইউক্রেন সুইজারল্যান্ডে প্রথম শান্তি বৈঠক করেছিল, সেখানে ৯২ টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের অপরপক্ষ রাশিয়া ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না। রাশিয়া এখন ঘোষণা করেছে যে মস্কো এই বৈঠকে অংশ নেবে না এবং দ্বিতীয়

বৈঠকের পরিকল্পনা সম্পর্কে তার কোনো আইডিয়া নেই। ইউক্রেন শান্তি বৈঠক গত এক মাস আগে সুইজারল্যান্ডের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য ছাড়াই ওই বৈঠক শেষ হয়। চূড়ান্ত বিবৃতিতে এ অঞ্চলে শান্তি অর্জনে সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধানের প্রস্তাবও করা হয়নি।

রাশিয়ার আকাশে ইউক্রেনের ১৩টি ড্রোন ধ্বংস

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে তাদের দেশের আকাশ সীমার বিভিন্ন অংশে ১৩টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। স্পুতনিক জানিয়েছে, রাশিয়ার আকাশে ওই ১৩টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়ে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি ড্রোন ব্যবহার করে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর চেষ্টা করার জন্য ইউক্রেনকে অভিযুক্ত করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন তাদের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার ভূখণ্ডের গভীরে হামলা না চালাতে ইউক্রেনকে বলা হয়েছিল। আমেরিকার এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার ঘটনা ওয়াশিংটনের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। ব্রিটেনও কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করেছে তারাও ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলার জন্য তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেয় নি।

ইউক্রেন যুদ্ধে ন্যাটোর নতুন অবস্থান

ন্যাটো মহাসচিব জানান, ন্যাটো জোট ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। এমনকি রাশিয়ার যুদ্ধবিমান নামানোর ব্যাপারেও সীমিত পর্যায়ে সহায়তা করবে। ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ পোল্যান্ডের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেজারি টমসিকের প্রশ্নের জবাবে এ বিষয়টি উত্থাপন করেন। ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন টমসিক। স্টলটেনবার্গ বলেছেন, ন্যাটো জোট রাশিয়ার যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করতে ইউক্রেনকে সহায়তা করবে তবে সরাসরি সংঘর্ষে জড়াবে না। ইউক্রেনের রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ
রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থায় রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি ভলোদিমির তারাব্রিন জোর দিয়ে বলেছেন: ইউক্রেনের জন্য রাশিয়ার কোনো রাসায়নিক হুমকি নেই। রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সংস্থায় রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি কিয়েভকে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত প্রতিষেধক, গ্যাস মাস্ক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের মজুদ অব্যাহত রাখার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে ইউক্রেন নিজেই রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য এই উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডগুলো করছে। রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সম্প্রতি বলেছেন: ইউক্রেনীয় সেনারা দোনেস্কের বিভিন্ন এলাকায় ক্লোরোপিক্রিন এবং ক্লোরস্টোফেনোনের মতো বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করেছে। এর অনেক প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে এবং এ বিষয়টি বহুবার নথিভুক্তও করা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকা এসব ব্যাপারে এখন পর্যন্ত নীরব রয়েছে।

গাজা যুদ্ধে সেনা ঘাটতি

ইসরায়েলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: গাজায় চলমান যুদ্ধের কারণে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর শত শত রিজার্ভ সেনা তাদের কমান্ডারদের না জানিয়ে বিদেশ ভ্রমণে চলে গেছে। যার কারণে গত কয়েক মাস ধরে তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যার কারণে ইসরায়েলি বাহিনী সেনা ঘাটতিতে ভুগছে। সম্প্রতি এ সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য নেতানিয়াহু সরকার নতুন আইন প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, নতুন এই সামরিক আইনে ইচ্ছে না থাকলেও দেশটির ১৮ বছর বয়সী সব নাগরিকদের তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের জন্য অর্থোডক্স ইহুদি পুরুষদের কাছে নোটিশ পাঠানো শুরু করবে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। মঙ্গলবার এ ঘোষণা দেওয়ার পর ইসরায়েলের রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে অর্থোডক্স ইহুদিরা। ইসরায়েলি আইন অনুযায়ী, ১৮ বছর বয়সী সবার তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। এতোদিন অর্থোডক্স ইহুদিদের এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তবে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয় নেতানিয়াহু সরকার। সম্প্রতি দেশটির সুপ্রিম কোর্ট সরকারের পক্ষেই রায় দিয়েছে। বিষয়টি তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার করেছে অর্থোডক্স ইহুদিদের মধ্যে। মঙ্গলবার তেল আবিবের নিকটবর্তী আল্ট্রা অর্থোডক্স শহর বেনি ব্র্যাকে শত শত পুরুষ মধ্য ইসরায়েলের একটি প্রধান মহাসড়ক কয়েক ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। ঘোড়ার পিঠে থাকা পুলিশ জনতাকে পিছনে ঠেলে দেয় এবং বিক্ষোভকারীদের টেনে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছে, তারা কারাগারে যেতে রাজী, তবু সেনাবাহিনীতে নয়। এক বিক্ষোভকারী বলেছেন, যুদ্ধের জন্য এই সেনাবাহিনী নয়। এটি ধর্মের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার সেনাবাহিনী। তাই আমাদের বাচ্চারা, আমাদের ছেলেরা এক মিনিটের জন্যও সেনাবাহিনীতে যাবে না।

ভিসা ছাড়াই থাইল্যান্ড যেতে পারবেন ৯৩ দেশের নাগরিকরা

আপনজন ডেস্ক: ৯৩টি দেশের নাগরিকরা এখন ভিসা ছাড়াই থাইল্যান্ড ভ্রমণ করতে পারবেন। এর আগে ৫৭ দেশের পাসপোর্টধারীরা থাইল্যান্ডে ভিসামুক্ত সুবিধা পেতেন, যা এখন বাড়িয়ে ৯৩ করা হলো।
পর্যটনখাতকে আরো চাঙা করতে ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বড় করল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি। জানা যায়, সোমবার (১৫ জুলাই) থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ভ্রমণকারীরা দেশটিতে সর্বোচ্চ দুই মাস অবস্থান করতে পারবেন, যা আগে ছিল এক মাস। থাইল্যান্ডের অর্থনীতির অন্যতমভিত্তি হলো পর্যটন। কিন্তু করোনা মহামারির পর এই খাতে ভাটা পরে, যা এখনো পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হয়নি। ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন মানুষ থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৫ শতাংশ বেশি। সোনার মন্দির, সাদা বালির সৈকত, মনোরম পাহাড় ও প্রাণবন্ত নাইট লাইফ উপভোগের জন্য প্রতি বছর লাখ লাখ পর্যটক থাইল্যান্ডে ভিড় করেন। দেশটিতে সবচেয়ে বেশি ভ্রমণে যায় চীন, মালয়েশিয়া ও ভারতের নাগরিকরা। মূলত পর্যটকের সংখ্যা বাড়তেই ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বাড়িয়েছে দেশটি। থাই অ্যাম্বাসি ডট কমের তথ্য অনুযায়ী, পূর্ব ও সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে যেসব দেশের নাগরিকদের ভিসা লাগবে না সেগুলো হলো- ভুটান, ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, চীন, হংকং, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কাজাখস্তান, লাওস, ম্যাকাও, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টায় ইরানি হুমকি ছিল, বাড়ানো হয়েছিল নিরাপত্তা

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় উত্তাল আমেরিকা। প্রশ্ন উঠছে রিপাবলিকান নেতার নিরাপত্তা নিয়ে। গাফিলতির দায় নিয়েছে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে এসেছে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। ট্রাম্পকে নাকি খুনের ছক কষছে ইরান! নভেম্বরের নির্বাচনের আগেই নাকি হত্যা করা হতে পারে তাকে। এনিয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে সিক্রেট সার্ভিস।
গত ১৩ জুলাই, শনিবার নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে হামলার শিকার হন ট্রাম্প। দলীয় কর্মীর ছোঁড়া গুলি কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় রিপাবলিকান নেতার। সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরেছেন তিনি। হামলাকারী টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস সিক্রেট সার্ভিসের অফিসারদের পাল্টা হামলায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তবে ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার ‘উদ্দেশ্য’ এখনো পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে চলছে তদন্ত। নিহত ক্রুকসের সঙ্গে ইরানের কোনো সম্পর্ক থাকার কথাও মার্কিন প্রশাসন বলেনি। এই পরিস্থিতিতে দেশটির শীর্ষ দুই মার্কিন কর্তমকর্তার দাবি করেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসনের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে, ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে ইরান। এমনকি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নানা হিংসামূলক ঘটনাতেও তেহরানের হাত ছিল বলে সতর্ক করা হয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দাদের। আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (NSA) এক কর্মকর্তা দাবি করেন, পেনসিলভ্যানিয়া সভার আগে সিক্রেট সার্ভিসকে ইরানের হুমকির বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ট্রাম্পের নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরও ঠেকানো যায়নি শনিবারের ঘটনা। ফলে উঠছে নানা প্রশ্ন। তবে ট্রাম্পের উপর হামলায় ইরানের হাত রয়েছে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নয় মার্কিন প্রশাসন। ২০২০ সালে ইরাকে ইরানের কুদস বাহিনীর কমান্ডার কাসিম সোলেইমানিকে ড্রোন হামলায় হত্যার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার সেসময়কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও-সহ মার্কিন কর্মকর্তারা তেহরানের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৮ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩১	৫.০১
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.২০	
মাগরিব	৬.২৮	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

কেনিয়ায় সোনার খনি ধসে মৃত ৫

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কেনিয়ায় সোনার খনি ধসে অন্তত পাঁচজন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। একজন স্থানীয় কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এই অঞ্চলে প্রবেশাধিকার নিয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন লোক নিহত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ গত মার্চ মাসে সোনার খনিটি বন্ধ ঘোষণা করে। খনিটি ইথিওপিয়ান সীমান্তের কাছে অবস্থিত।
কিন্তু খনিটি বন্ধ ঘোষণা করলেও শ্রমিকরা সেখানে খনন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে গেলেন উত্তর কোরীয় কূটনীতিক

আপনজন ডেস্ক: কিউবায় নিযুক্ত একজন উচ্চপদস্থ উত্তর কোরীয় কূটনীতিক দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে এসেছেন। দক্ষিণ কোরীয় গোয়েন্দা সংস্থা সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিশেষ রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা এই কূটনীতিককে ২০১৬ সালের পর থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে আসা সবচেয়ে উচ্চপদস্থ উত্তর কোরীয় কূটনীতিক বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিউলের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এনআইএস) জানিয়েছে, এই কূটনীতিক নভেম্বর মাসে পালিয়ে এসেছিলেন। উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সাধারণত প্রকাশ পেতে কয়েক মাস সময় লাগে। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত হওয়ার আগে দক্ষিণ কোরীয় সমাজ সম্পর্কে তাদের কোর্সে অংশ নিতে হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার চোসুন ইলবো পত্রিকা ওই কূটনীতিকের নাম রি ইল কিউ (৫২) বলে জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, কিউবায় উত্তর কোরিয়ার দূতাবাসে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন কিউ। উত্তর কোরিয়ার শাসকগোষ্ঠীর ওপর মোহভঙ্গ হওয়ায় এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে তিনি পালিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

পেরুতে পাহাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ল বাস, নিহত ২৩

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে একটি পাহাড়ী অঞ্চলে বাস উল্টে কমপক্ষে ২৩ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১৭ জন। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, দেশটিতে পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় যাত্রীবাহী একটি বাস নিচে ছিটকে পড়লে প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটে। দেশটির হাইওয়ে সুরক্ষা বিভাগের প্রধান জনি রোল্যান্ডো ভালদেররামা রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা অ্যান্ডিনাকে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার ভোরে পেরুর দক্ষিণ-মধ্য আন্দিজের আয়াকুচো অঞ্চলের মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি প্রায় ২০০ মিটার উপর থেকে উল্টে গভীর খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় হতাহতদের উদ্ধার কাজ চলমান রয়েছে। জানা গেছে, বাসটি আন্দিজের ওপর দিয়ে ভ্রমণের সময় ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী বহন করছিল, যেখানে এই ধরনের ট্র্যাজেডি অস্বাভাবিক কিছু নয়। পেরুতে বাস দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ বিষয়। বিশেষ করে রাতে এবং পাহাড়ের হাইওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া দ্রুত গতি, রাস্তার খারাপ অবস্থা, রোড সাইনের অভাব এবং ট্রাফিক নিয়ম-কানুনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে পেরুর রাস্তায় প্রায়ই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গত বছর দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ হাজার ১০০ জনেরও বেশি প্রাণহানির তথ্য নিবন্ধিত করা হয়েছে।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত
উমর ফারুক ট্রাভেলস্
নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম
সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা
১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ
■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে
■ মক্কাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দূরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়াদিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ
রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন
হাদিয়া
ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ
যোগাযোগ
কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507
কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ ১৪৩১, ১১ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

জনগণ ও নেতা

ফরাসি দার্শনিক, লেখক, আইনজীবী ও কূটনীতিবিদ জোসেফ দ্য মায়েস্তর (১৭৫৩-১৮২১) ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অন্যতম সাক্ষী। তাহার একটি উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে বিশ্বব্যাপী। তিনি বলিয়াছেন, 'ইন আ ডেমোক্রেসি পিপল গেট দ্য লিডারস দে ডিজার্ভ'। ইহার সহজ অর্থ দাঁড়ায়—যেমন জনগণ, তেমন তাহাদের নেতা। এই কথা বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই প্রযোজ্য ও তাৎপর্যময়। এই সকল দেশে চোর-বাটপাড়, বদমাইশ, দুর্নীতিবাজ, এমনকি দাগি অপরাধীরা পর্যন্ত অনেক সময় নেতা হইয়া যান। ইহা কি ভাবা যায়? ইহা কতটা দুঃখ ও লজ্জাজনক, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। কেন এমন ঘটনা ঘটে? কেননা আমরা দেখিতে পাই, এই সকল দেশে নেতা হইয়া যাইবার পর সাত খুন মাফ হইয়া যায়। ক্ষমতায় থাকিতে তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সুশিক্ষা, আইনের শাসন, সুশাসন, মানবাধিকার, জবাবদিহিতা ইত্যাদির বালাই নাই বলিয়া যাহারা নেতা হইবার অযোগ্য, তাহারাও নেতা হইয়া যান। এই সকল দেশের সমাজব্যবস্থার মূলেই রহিয়াছে ত্রুটিবিচ্যুতি। চিন্তাভাবনায় রহিয়াছে বৈকল্য।

যে সমাজে দুর্নীতিবাজদের কদর মেলে, সেই সমাজের নেতারা দুর্নীতিবাজ হইবেন না কেন? চোখের সম্মুখে ও দিনে-দুপুরে পুকুর চুরি হইতে দেখিয়াও যাহারা প্রতিবাদমুখর হন না, তাহারা সেই দেশে ভালো নেতার জন্ম হইবার আশা করেন কীভাবে? ইহা ছাড়া যেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের ট্যাক্সপেয়ার না ভাবিয়া প্রজা ভাবেন, সেইখানে স্বৈরাচারী ও রাজাসুলভ নেতার জন্ম হইবে, ইহাই কি স্বাভাবিক নহে? তাহারা এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে নিজেদের মনে করিতে পারেন না। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেমন উদাসীন, তেমনি রক্ষক নামক ভক্ষকদের পাকড়াও করিবার ব্যাপারে ভীরু ও দ্বিধাচিত্ত। এই জন্য ক্ষমতা হইতে অপসারণের পরপরই এই সকল দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিতে থাকে। কিন্তু নূতন করিয়া যাহারা ক্ষমতায় আসেন, তাহারা আগের চাইতে কয়েক গুণ বেশি উত্সাহ ও উত্সবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন। জনগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া আবার আগের নেতাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। কিছুদিন না যাইতেই দেখা যায়, দুর্নীতির মামলা হইতে তাহারা বেকসুর খালাস পাইতে থাকেন। এই সকল দেশে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কেন শক্তিশালী হইতে পারে না, তাহার মূলেও রহিয়াছে ঐ উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্য।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন, যেই দেশে যেই নিয়ম তাহা মানিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যেই অনেকে অ্যাডজাস্ট করিয়া বসবাস করিতে চান। এইভাবে এই সকল দেশের ভাগ্য কখনো পরিবর্তন হয় না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে মৌলিক গলদ থাকায় সাময়িক সময়ের জন্য উন্নতি হইলেও সেই সকল দেশের মানুষ আবার গ্যাড়াকলে নিপতিত হন। সংঘাত, সংঘর্ষ, অনৈক্য ইত্যাদি তাহাদের ললাট লিখনে পরিণত হয়। এই সকল দেশের জনগণ মনেপ্রাণে ইচ্ছা না করিলে এবং শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে উন্নত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তনই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক সচেতনতার প্রধান স্তম্ভ হইল ভোটাধিকারকে পবিত্র আমানত হিসাবে বিবেচনা করা এবং অর্থকড়িসহ কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত না হওয়া বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেওয়া। তবে কখনো কখনো উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্যটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যদি সেই সকল দেশের জনগণ সৌভাগ্যক্রমে কোনো ক্যারিশম্যাটিক ও দেশ্রপ্রেমিক নেতার সন্ধান পাইয়া যান। তখন ঐ বাক্যটি দাঁড়াইবে: লিডারস গেট দ্য পিপল দে ডিজার্ভ। অর্থাৎ যেমন নেতা, তেমন তাহার জনগণ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সেই স্বপ্নচারী ও দেশপ্রেমিক নেতার বিকাশ লাভের কি কোনো পরিবেশ অবশিষ্ট রহিয়াছে?

●●●●●●●●●●●●●

বিধানসভা উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের ফলাফলের তাৎপর্য কী?

এই বিধানসভা উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লকের ফলকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিরোধী জোট ইন্ডিয়াতে সামিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শরিকদের মধ্যে 'মতপার্থক্য' এবং 'শরিকি জটিলতা' একাধিকবার সামনে এসেছে। শরিক তৃণমূল অন্য দুই শরিক বাম ও রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বারেবারে সোচ্চার হয়েছেন। বিশ্লেষন করেছে **বিবিসি বাংলা**...

ভারতের সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের পর আরও একবার নিজেদের 'উপস্থিতির জানান' দিল বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'।

সাত রাজ্যের ১৩টি বিধানসভার উপনির্বাচনে ১০টি আসন ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলোর ঝুলিতে এসেছে, বিজেপির দখলে দুটো আর একটা আসনে জিতেছেন নির্দলীয় প্রার্থী।

উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পরই ইন্ডিয়া জোটের জয় সম্পর্কে কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে লিখেছেন, "উপনির্বাচনের ফল স্পষ্ট করে দিয়েছে বিজেপির তৈরি করা ভয় ও বিভ্রান্তির জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। কৃষক, যুব, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কর্মচারী-সহ প্রতিটি শ্রেণি ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়।"

"জনসাধারণ এখন তাদের জীবনের উন্নতি এবং সংবিধান রক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়ার পাশে আছে।"

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও তার দলের ফল নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, "অনেক চক্রান্ত হয়েছিল। এক দিকে এজেন্সি, এক দিকে বিজেপি। মানুষই সব রুখে দিচ্ছেন। পুরো কৃতিত্বটাই সাধারণ মানুষের।"

বিরোধীদের 'উচ্ছ্বাস' নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের পাল্টা যুক্তি বিজেপির দাবি, হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেসের জেতা আসন আগে নির্দলীয় বিধায়ক ছিল, উত্তরাখণ্ডে জেতা দুটো আসনই কংগ্রেসের দখলে ছিল। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি, বাদে অন্যত্র ফলাফল আগের মতোই রয়েছে। তবে ইন্ডিয়া জোট চাইলে নৈতিক জয় দাবি করতে পারে।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণত উপনির্বাচনে রাজ্যে যে দল ক্ষমতায় রয়েছে, তার পক্ষেই ভোটের ফল যায়। তা সত্ত্বেও উপনির্বাচনের দিকে নজর ছিল অনেকেরই।

তার কারণ, নির্বাচনি প্রচারে '৪০০ পারের' দাবি করলেও ভোট ব্যাঙ্কে তার প্রতিফলন মেলেনি। তৃতীয়বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরলেও চলতি দফায় তারা এনডিএ শরিকদের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট লোকসভা নির্বাচনে টক্কর দিয়েছে গেরুয়া শিবিরকে।

প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শিখা মুখার্জী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "যে রাজনৈতিকদল ক্ষমতায় রয়েছে, উপনির্বাচনে ভোট তার দিকেই যায় এমনটা বলা হয়। সব সময় তা অবশ্য কাজ করে না।"

"এই উপনির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কারণ চৌঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। তার পরপরই এই উপনির্বাচনে কী প্রভাব পড়ল, ইন্ডিয়া জোট তাদের সেই গতি ধরে রাখতে পারল না কি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এই বিষয়গুলো দেখার ছিল। আমি মনে করি এই উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রতি মানুষের যে আস্থা সেটা বজায় থেকেছে। "

কোন কোন আসনে ভোট হয়েছে? সাত রাজ্যের ১৩টা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে।

এই তালিকায় রয়েছে বিহারের রূপাওলি; পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জ, রানাঘাট, দক্ষিণ, বাগদা ও মানিকতলা; তামিলনাড়ুর বিক্রাবন্দি; মধ্যপ্রদেশের অমরওয়াড়া; উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ ও মঙ্গলৌর; জলন্ধর পাঞ্জাবে পশ্চিম; এবং হিমাচল প্রদেশের দেরা, হামিরপুর এবং নালাগড়।

বিভিন্ন দলের বিধায়কদের মৃত্যু বা পদত্যাগের পর শূন্যতার কারণে এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছিল।

উপনির্বাচনের ফল

যে ১৩টা আসনে উপনির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে বিজেপির দখলে ছিল মাত্র চারটে আসন এবং তিনটে ছিল স্বতন্ত্রদের দখলে।

পশ্চিমবঙ্গে যে চারটে আসনে উপনির্বাচন হয়েছে এবং সবকটাতেই শাসকদল তৃণমূল জিতেছে। এর আগে বিজেপির দখলে ছিল তিনটে। শুধু তাই নয়, মাস দুয়েক আগেও এই আসনের মধ্যে দুটোতে- রানাঘাট দক্ষিণ ও বাগদা কেন্দ্রে লিড ছিল বিজেপির। কিন্তু বিধানসভা উপনির্বাচনে সেই সমীকরণ বদলে দিয়েছেন তৃণমূলের দুই প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী (যিনি আগে বিজেপিতে ছিলেন) এবং মধুপর্ণা ঠাকুর। প্রসঙ্গত, এই দুই আসনই কিন্তু মতুয়া অধ্যুষিত, যাকে বিশেষ ভাবে টার্গেট করেছিল বিজেপি।

অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডে মঙ্গলৌর ও বদ্রীনাথের দুটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে বিজেপিকে হারিয়েছে কংগ্রেস। মঙ্গলৌরের আসন আগে বহুজন সমাজ পার্টির দখলে ছিল আর বদ্রীনাথ আসন ছিল কংগ্রেসের। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে, কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সেই আসনটা শূন্য ছিল।

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে হিমাচলের তিনটে আসনের মধ্যে কংগ্রেস দুটো ও বিজেপি একটা আসন পেয়েছে। পাঞ্জাবে একটা আসনে জয়ী হয়েছে ক্ষমতাসীন আম আদমি পার্টি।

মধ্যপ্রদেশে একটা বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হয়েছিল, যেখানে বিজেপি জিতেছে। এই আসন আগে কংগ্রেসের দখলে ছিল।

আর মধ্যপ্রদেশে বিজেপি যে আসনটি জিতেছে সেটা আগে কংগ্রেসের দখলে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের ছবি

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন শাসকদল লোকসভা ভোটের মতোই উপনির্বাচনেও জয়ের ধারা বজায় রেখেছে। শুধু তাই নয়, মাস খানেক আগেও যে তিন বিধানসভা এলাকায় বিজেপি এগিয়ে ছিল, সেখানে জয় নিশ্চিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

অন্যদিকে, মানিকতলা আসন যা ইতিমধ্যে তৃণমূলের দখলে ছিল সেখানে বিপুল ব্যবধানে জিতেছে মমতা ব্যানার্জীর দল।

লোকসভা ভোটে উত্তর কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকতলায় আশানুরূপ ভোট পাননি। কিন্তু উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেখা গেল সেই ছবি বদলেছে। ওই আসনে তৃণমূলেরই প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে, প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই জিতেছেন ৬২ হাজার ৩১২ ভোটে।

একইসঙ্গে, রাণাঘাট দক্ষিণ ও বাগদা মতুয়া-প্রধান দুই কেন্দ্রেই তৃণমূল বিপুল ভোটে জিতেছে। জিতেছে রায়গঞ্জ আসনেও। এই তিনটে আসনই গত বিধানসভা ভোটে বিজেপির দখলে ছিল।

এখন উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তিনটে কেন্দ্রের বিধায়কই কিন্তু একসময় বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। গত বিধানসভা ভোটে জিতেছিলেন কিন্তু পরে তৃণমূল শিবিরে যোগ দেন।

এবার তৃণমূলের প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর বাগদা থেকে ৩৩ হাজার ভোটে জিতেছেন। এর আগে বিজেপির হয়ে লড়ে বাগদা কেন্দ্রে ২০২১ সালে বিজেপির হয়ে জিতেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস যিনি প্রথমে তৃণমূলের সদস্য ছিলেন। বিজেপিতে যোগ দেন ২০১৯ সালে।

পরে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে জেতার পর আবার তৃণমূলে ফিরে আসেন। প্রসঙ্গত, এই বিধানসভা কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত, যেই কেন্দ্রে আবার চলতি বছরের লোকসভা ভোটে জিতেছেন বিজেপির শান্তনু ঠাকুর। তিনি সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘেরও নেতা।

অন্যদিকে, রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তার তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বী হারিয়েছিলেন মুকুট মণি অধিকারী। চলতি বছরের মার্চ মাসে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। গতবারে তৃণমূল প্রার্থী বর্ণালী দে রায়কে ১৬ হাজার ৫১৫ ভোটে হারিয়েছিলেন। এইবার তৃণমূলের হয়ে দাঁড়িয়ে উপনির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়েছেন ৩৯ হাজারেরও বেশি ভোটে। প্রসঙ্গত, মাস খানেক আগে লোকসভা ভোটে তাকে হারিয়েছিলেন বিজেপির জগন্নাথ সরকার কিন্তু বিধানসভা উপনির্বাচনে তিনি জিতেছেন।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ থেকে বিজেপির হয়ে লড়ে বিধানসভা ভোটে যেতেন কৃষ্ণ কল্যাণী। সেই বছরই তৃণমূলে যোগ দেন। সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে তৃণমূলের হয়ে দাঁড়ালেও জেতেননি। এই আসন জিতেছিলেন বিজেপির কার্তিক চন্দ্র পাল।

পশ্চিমবঙ্গের চারটে বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফল ধরলে তৃণমূল বিজেপির কাছ থেকে তিনটে আসন ছিনিয়ে নিয়েছে। আর সাম্প্রতিক লোকসভার ফলের নিরিখেও এই জয় বেশ তাৎপর্য রাখে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

লোকসভা ভোটে অযোধ্যা পর বদ্রীনাথ আসনের উপনির্বাচনে বিজেপির ধর্মের রাজনীতি কাজে আসেনি বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

"এই ফলের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ হিমাচল, উত্তরাখণ্ডের মতো একাধিক রাজ্যে বিজেপির বেশ প্রভাবছিল। তামিলনাড়ু আর পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের ফলও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ," বলেছেন শিখা মুখার্জী।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে 'একপেশে' নির্বাচন হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের শাসকদলের নেতা ও তাদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও জোরজুলুমের যে একের পর এক অভিযোগ উঠে এসেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "তৃণমূল বেহিসাবি ভাবে উপনির্বাচন পরিচালনা করেছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে। তাদের অভিযোগ, বাইরে থেকে লোক এনে সেই বুথের এজেন্টকে বার করে দিয়ে তা দখল হয়েছে।"

"ফলে গণতন্ত্রের প্রশ্নটা পশ্চিমবঙ্গে এখনও গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজনৈতিক আবহাওয়া কিন্তু জনসাধারণের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করবে। কারণ জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।"

ভোটের ফলের প্রভাব সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন,"নির্বাচনী একনায়কত্ব যত বেশি হবে তত বেশি করে দুর্নীতি রাজ্য-রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রামে-শহরে তোলাবাজি ও আইন-শৃঙ্খলার অভাবের যে অভিযোগ উঠেছে, তাও বাড়বে। "

পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের ফলের অন্য একটা দিক তুলে ধরেছেন শিখা মুখার্জী।

তার মতে, "পশ্চিমবঙ্গে চারটে আসনের মধ্যে মধ্যে চারটেই জিতেছে। এর মধ্যে বিজেপি থেকে তৃণমূলে এসেছেন এমন প্রার্থী আছেন। সেই দলবদলকারী প্রার্থীদের যেটা কিন্তু বিজেপির কাছে নৈতিক হার এবং তৃণমূলের ক্ষমতার জয়। এবং এটা কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য কারণ ওই প্রার্থীরা তৃণমূলে এসে জিতেছেন। কিছু একটা বুঝেই তারা দল বদল করেছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।"

ইন্ডিয়া ব্লকের জয়?

এই বিধানসভা উপনির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লকের ফলকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। বিরোধী জোট ইন্ডিয়াতে সামিল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শরিকদের মধ্যে 'মতপার্থক্য' এবং 'শরিকি জটিলতা' একাধিকবার সামনে এসেছে। শরিক তৃণমূল অন্য দুই শরিক বাম ও রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বারেবারে সোচ্চার হয়েছেন।

এদিকে, প্রথমে অভিষেক ব্যানার্জী ও সম্প্রতি তৃণমূল সুপ্রিম মমতা ব্যানার্জী নিজে গিয়ে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দেখা করেন। এনসিপির শরদ পাওয়ারের সঙ্গেও দেখা করেছেন মমতা ব্যানার্জী।

সেই সাক্ষাৎ সে নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, এতে রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে সে বিষয় নিয়েও ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে ও বিরোধী শিবিরে জোর গুঞ্জন হয়েছে।

তবে ইন্ডিয়া জোটের 'মত পার্থক্যকে'কে ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখেন প্রবীণ সাংবাদিক শিখা মুখার্জী। তার কথায়, "বরাবরই ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মোট পার্থক্যকে তুলে ধরতে চায়। শরিকদের মধ্যে একটু কিছু হলেই গেল গেল রব ওঠে সর্বত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে শরিকদলকে সবকটাই কিন্তু মজবুত দল, কেউ কারও ওপর নির্ভরশীল নয়।"

তবে বিরোধী ইন্ডিয়া জোতের সাংগঠনিক ভিত তেমন মজবুত নয় বলে মনে করেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তার মতে, "বিরোধীরা দিশাহীন। বিরোধীদলগুলো নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নয়, নির্বাচনী ময়দানে সেভাবে একজোট হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নামতে পারছে না। তৃণমূল স্তরে এদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত নয় এগুলোও একটা বিশেষ দিক।"

সৌ: বিবিসি (বাংলা)

ক্রিস্টোফার রোডস

নির্ঘাত মৃত্যু থেকে ফিরেও ট্রাম্প যদি না বদলান...

গত শনিবার নির্বাচনী প্রচার সমাবেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে গেছেন। কপাল ভালো, তিনি রক্তাক্ত হলেও গুরুতর আহত হননি। তবে সমাবেশে উপস্থিত এক ব্যক্তি এবং ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া বন্দুকধারী মারা গেছেন।

ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হামলার নিন্দা করেছেন। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে 'ডোনাল্ড' বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুই নেতার চলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বাইডেনের মুখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম উচ্চারণ একটি বিরল ঘটনা।

মূলধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এবং রাজনৈতিক মহলের অন্য পণ্ডিতেরাও ট্রাম্প এবং ঘটনার শিকার হওয়া অন্য ভুক্তভোগীদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

উল্টো চিত্রও দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই নানা ধরনের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব সামনে এনেছেন। ট্রাম্পবিরোধীদের একটি বড় অংশ এ ঘটনাকে ট্রাম্পের সাজানো নাটক বলে সন্দেহ করছেন। অন্যদিকে এফবিআই নিহত বন্দুকধারী ২০ বছর বয়সী টমাস ম্যাথিউ ক্রুকসকে একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান হিসেবে চিহ্নিত করার পরও ট্রাম্প-সমর্থকেরা মনে করছেন, এটি বামপন্থীদের কাজ।

উভয় শিবিরের এই সংশয় বলে দিচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এখন গভীর রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে পড়ে গেছে। দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর প্রচারশিবির সামনের দিনগুলোয় এ ঘটনা থেকে সর্বোচ্চ ফায়দা তুলতে চাইবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের এই ফায়দা হাসিলের মধ্যেও উভয় দলকে রাজনৈতিক সহিংসতার বাড়বাড়ন্তকে আমলে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংকট সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

গুলি থেকে বেঁচে যাওয়া ট্রাম্প এ হত্যাচেষ্টার ঘটনা থেকে এখন পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন। যখন নিরাপত্তা এজেন্টরা ট্রাম্পকে মঞ্চ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সমর্থকেরা 'ইউএসএ, ইউএসএ' বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন।

এরপরই ট্রাম্প এখন দুনিয়ার সব মানুষ ও মিডিয়ার মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছেন।

মজার বিষয় হলো, মিডিয়ার স্পটলাইট ট্রাম্পের ওপর গিয়ে পড়ুক, সেটি বাইডেনের প্রচারণাশিবিরও চাইছিল। কারণ, বাইডেনের ওপর যত দৃষ্টি পড়ছিল, ততই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করার মতো শারীরিক অবস্থা আছে কি না, সেটি আলোচনায় আসছিল। আর এতে তাঁর জনসমর্থন দ্রুত পড়ে যাচ্ছিল। এখন আশা করা হচ্ছে, ট্রাম্পের ওপর মিডিয়ার সব মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুবাদে তাঁর চরমপন্থা, তাঁর আইনি জটিলতা, তাঁর দলের চরম ডানপন্থী এজেন্ডা, ২০২৫ সালকে ঘিরে তাঁর বিশদ পরিকল্পনার কথাই বেশি বেশি আলোচিত হবে।

ট্রাম্প এই হত্যাচেষ্টার শিকার হলেও তিনি হলেন সেই প্রার্থী, যিনি রাজনৈতিক সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সমর্থকেরা ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি বিদ্রোহের সময় ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ করেছিলেন। সে হামলায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ট্রাম্প প্রশংসা করেছেন। একজন অনুপ্রবেশকারী এক নারীকে অপহরণ করার সময় সাবেক স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্বামীকে হাতুড়িপেটা করেছিল এবং সেই মারাত্মক হামলা নিয়ে ট্রাম্প ঠাট্টা ও উপহাস করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ট্রাম্পের ওপর গুলি চালানোর ঘটনার পর প্রথম যে কয়জন রাজনীতিক তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, ন্যান্সি পেলোসি তাঁদের একজন। তিনি ঘটনার পরপরই তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন, 'রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হওয়া পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি জানি এবং মানি, আমাদের সমাজে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার স্থান থাকতে পারে না।'

ট্রাম্পের জন্য ক্ষতি হতে পারে—এমন যেকোনো কিছু তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনুভূত হলে সাধারণত সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া জানান। শনিবারের সমাবেশে গুলি চালানোর ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বলেছেন, ঘটনার পরপরই ট্রাম্প-সমর্থকেরা তাঁদের হুমকি দেওয়া শুরু করেন।

তবে এখন পর্যন্ত ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যকে সংযত রাখার পথ অনুসরণ করছেন। তিনি তাঁর ভাষণে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন এবং 'মন্দকে জয়ী হতে দেবেন না' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে এই গুলির ঘটনায় তিনি তাঁর সমর্থকদের সহিংস হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলবেন কি না, তা দেখার বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার বদলে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তাকে এগিয়ে রাখার সুযোগ ট্রাম্পের সামনে রয়েছে। মৃত্যুর একেবারে কাছ থেকে ফিরে আসার এ ঘটনা সম্ভবত তাঁকে তাঁর সমর্থকদের উন্মত্ত করে তোলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফিরিয়ে আনবে। এরপরও যদি ট্রাম্প তাঁর বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি না বদলান, তাহলে শনিবারের গুলির মুহূর্তটিই হবে আমেরিকার বিপজ্জনক সময়ের সূচনালগ্ন।

ক্রিস্টোফার রোডস হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

প্রথম নজর

মুহাররম উপলক্ষে মেলা, শোভাযাত্রা রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মুহাররম উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তাজিয়া সহকারে শোভাযাত্রা বের হয়।হজরত ইমাম হাসান ও হোসেনের স্মরণে তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে সূদুর ইরাকের কারবালা প্রান্তরে বিরোধী পক্ষ এজিদের দলের বিরুদ্ধে ছিল লড়াই।সেই হিসেবে প্রতি বছর আরবি মাসের ১০ ই মুহাররম দিনটি পালিত হয়ে থাকে। তাজিয়ার পাশাপাশি বিষাদ ঘন করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত মার্শিয়া গাইতে গাইতে এবং হায় হাসান,হায় হোসেন মাতম জারির মাধ্যমে শোভাযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। মুহাররম উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় বসে একদিনের মেলা। সেরূপ মুহাররম মেলা তথা সম্প্রীতির মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হল বীরভূমের রাজনগরে। রাজনগর রাহে ইসলাম সমাজকল্যাণ সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত হয় মেলাটি। জানা যায় যে,রাজনগর ব্লক এলাকার চব্বিশ টি গ্রামে মুহাররম পালিত হয় কিন্তু সতেরোটি গ্রাম থেকে তাজিয়া,নিশান সহযোগে রাজনগর গোহাট ইমামবাড়া প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। নিজ নিজ দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী , ডিএসপি হেড কোয়ার্টার তৌহিদ আনোয়ার, রাজনগর বিডিও শুভাশিস চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি পরিমল সাহা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু,রাজনগর থানার ওসি মহম্মদ সামিম খান, রাহে ইসলাম সমাজ কল্যাণ সোসাইটির সভাপতি আবুল ফজল খান ও সহসম্পাদক মহম্মদ শরীফ, রাজনগর রাজ পরিবারের সদস্য মহম্মদ সফিউল আলম প্রমুখ।একান্ত সাক্ষাৎকারে রাজনগর রাহে ইসলাম সমাজকল্যাণ সোসাইটির সভাপতি আবুল ফজল খান জানান রাজনগরের ইতিহাস বৃত্তান্ত। এখানে আলী নোকি খান নামে এক যোদ্ধা ইংরেজ লর্ড ক্লাইভের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তৎকালীন যুদ্ধের অস্ত্র সহ সমস্ত সরঞ্জাম রাজনগরে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে ও মুহাররম খেলার চলত ছিল।

হাতিয়াড়ায় মুহাররম উপলক্ষে পড়ুয়াদের নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ১০ মুহাররম কারবালা প্রান্তরের সেই শোকঘন অবস্থার কথা যতবার আমাদের স্মরণে আসে ততই আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি, কী করে সম্ভব হয়েছিল সেই মর্মান্তিক ঘটনা! প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হোসাইনের গলায়-মুখে যেখানে যেখানে চুমু খেতেন, সেখানে কোনোভাবেই পাষণ্ড এজিদের সৈন্যদের তলোয়ার কাজ করেনি, তখন পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল। কী নির্মম ইতিহাসের সাক্ষী এই দশ মুহাররম!
উত্তর ২৪ পরগনার হাতিয়াড়ায় হক মঞ্জিলে বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল হৃদয়বিদারক এই ঘটনার স্মরণে মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক অনুষ্ঠান। সেখানে তাদেরই মুখে এ' সমস্ত কথা উঠে আসে বারে বারে, শোক স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ। শোকের এই দিনে ছোটদের সঙ্গে বড়রা সকলে শপথ নেয় জীবন আমাদের হবে সাধারণ, ভোগ সর্বস্ব নয়। সততার সঙ্গে ন্যায় পরায়ণতা আনতে হবে নিজের জীবনে, পারিবারিক জীবনে, তবেই সমাজ হবে উন্নত। আর তাহলেই আজকের এই স্মরণ অনুষ্ঠানের সার্থকতা। এদিন মুহাররম বিষয়ক রাজ্যব্যাপী এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র শরিফউদ্দিন সর্দার এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। উপহার গ্রহণ করতে গিয়ে সে বলে প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে বারে বারে তার কলম থেমে যায়, চোখ অশ্রুতে ভিজে যায়।

মঙ্গলকোটে আশুরা পালিত

আমীরুল ইসলাম ● মঙ্গলকোট

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এ বছরও পুর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে কারিকরপাড়ায় অবস্থিত 'দরগাহে আলিয়া এ হযরত গওসে সানি পাক' অর্থাৎ কাদেরিয়া খানকা শরীফে, মাযার শরীফে এবং তৎ-সংলগ্ন ইমাম বাড়া শরীফে বুধবার ১০ ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরা পাকের দিনটি নওহা পাঠ(শোক গীতি), মাতম ও বিভিন্ন শোকাবহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ ই মুহাররম ১৪৪৬ হিজরি। আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শো বছর

আগে ৬১ হিজরির ১০ ই মুহাররম (৬৮০ খ্রিস্টাব্দে) নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নাতি ইমাম হুসায়ন রা. শহিদ হন। আশুরা মানে আরবিতে দশ, তাই একে আশুরা পাক বলা হয়ে থাকে।মঙ্গলকোট ছাড়াও কলকাতা, মেদিনীপুর সহ সারা রাজ্যে মুহাররম পালিত হয়।

ফের ছেলেধরা সন্দেহে গাছের সাথে বেঁধে মহিলাকে মারধর

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ছেলে ধরা সন্দেহে একাধিক জায়গায় কোন সময় মহিলা কোন সময় পুরুষকে, মারধরের অভিযোগ উঠে আসছে রাজ্যজুড়ে।সেরকমই আবারও নদীয়ার শান্তিপুর গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় এক মহিলাকে ছেলে ধরা সন্দেহে গাছের সাথে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকার মহিলাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সূত্রের খবর বুধবার সকাল হতেই এক মহিলা শান্তিপুর গোবিন্দপুর উত্তর পাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।তখনই তাকে ছেলে ধরা সন্দেহে গাছের সাথে বেঁধে রেখে মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকার মহিলাদের বিরুদ্ধে। তারপর তার কাছে থাকা একটি ব্যাংক থেকে টাকা পয়সা,বই,খাতা, কলম ইত্যাদি জিনিস পাওয়া গেলে আরো সন্দেহ বাড়ে এলাকাবাসীর, তারপর তার ওপর নির্যাতন শুরু হয় বলেই জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়। তবে পুলিশ সূত্রে খবর ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন। কিছুদিন আগে শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এবং মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। তারপরই আজ শান্তিপুরের গোবিন্দপুর উত্তরপাড়া এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।তখনই এলাকাবাসী তাকে ছেলে ধরা সন্দেহে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের তরফে ওই মহিলাকে তার পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে ওই মহিলার বাড়ি শান্তিপুর থানার হরিপুর সাহেবডাঙ্গা এলাকায়। আবারও এই ঘটনা যাতে পুরনবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছে। যদিও মারামারির ঘটনা কি ঘটেছে তার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হল বসিরহাটের উত্তর কাকড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: ঢালাই রাস্তার কাজের শুভ সূচনা হল বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের কচুয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর কাকড়া এলাকায়। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ জয়েন্ট বিডিও এবং বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল সহ বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মিহির ঘোষের উপস্থিতিতে ঢালাই রাস্তার শুভ সূচনা হয়। ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে শুভ সূচনা করেন তারা। দীর্ঘদিন ধরেই উত্তর কাকড়া শৈল টেলারিং সপথেকে উত্তর কাকড়া কবরস্থান পর্যন্ত এই রাস্তাটি হয়নি। বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় এই রাস্তাটি এবার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। রাস্তাটি তৈরি হতে খরচ হবে ২০ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৮৭ টাকা। এলাকার মানুষ এই রাস্তাটি পেয়ে খুশি। রাস্তাটি উদ্বোধন করতে উপস্থিত

ছিলেন এলাকার বহু মহিলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বুলবুল ইসলাম। এদিন বসিরহাট উত্তর বিধানসভার চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন, আমরা নির্বাচনের সময় কথা দিয়েছিলাম এই রাস্তাটি আমরা করে দেখাবো, আজ বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই রাস্তাটি ঢালাই রাস্তায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী র অনুপ্রেরণায় আমরা এটা করতে সক্ষম হয়েছি। ঢালাই রাস্তাটি করতে পেরে আমরা আনন্দিত উৎসাহিত। অন্যদিকে বসিরহাট টু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা দেখেছি এলাকার মানুষের এই রাস্তার দাবি ছিল। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই রাস্তাটি হতে একটু দেরি হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি তার ফলস্বরূপ আজ উদ্বোধন হয়েছে। আমরা শুধু রাস্তা নয় এলাকায় পানীয় জল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছি। যাতে মানুষ উপকৃত হয়।

প্রিজন ভ্যান থেকে যুবতীকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আটক

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রিজন ভ্যান থেকে যুবতীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দু'জনকে আটক করলো পুলিশ। ধৃতদের বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে ঐ যুবতী এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে এই বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় যুবতীর পরিবারের তরফে। সেই ঘটনায় ওই যুবতী তপন থানায় আত্মসমর্পণ করে। আইন মোতাবেক আদালতে পেশের আগে যুবতীর শারীরিক পরীক্ষার জন্য গতকাল বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তপন থানার পুলিশের তরফে। শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় অনেকটা সিনেমার মতোই চারটি গাড়িতে করে এসে পুলিশের কাছ থেকে ওই যুবতীকে ছিনিয়ে গাড়ি করে নিয়ে চলে যায় যুবতীর পরিবারের লোকেরা সহ বেশ কয়েকজন। শুধু তাই নয় প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত, ওই যুবতী কে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজেদের গাড়িতে তোলার সময় কর্তব্য রাতে পুলিশকে মারধরও করেন তাঁরা। অন্যদিকে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ ও বালুরঘাট থানার আইসি শান্তি নাথ পাঁজা। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে গতকাল রাতে পুলিশ গঙ্গারামপুর এলাকা থেকে ওই যুবতীকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি ওই যুবতীর মা ও গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশ। এদিন স্বয়ং বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার উপস্থিতিতে ধৃতদের জেলা আদালতে তোলা হয়। এ বিষয়ে জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী সুদীপ্ত দাস জানান, বিচারক তাদের একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

শাটার ভেঙে দক্ষিণ বারাসতে রেশন দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

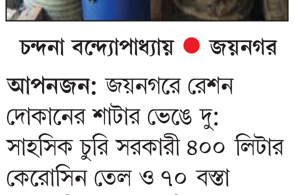

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে রেশন দোকানের শাটার ভেঙে দু: সাহসিক চুরি সরকারী ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল।চুরির তদন্তে পুলিশ।এক নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে এবার শাটার ভেঙে চুরি ও লুট করা হলো সরকারি রেশন দোকানে মজুত থাকা ৪০০ লিটার কেরোসিন তেল ও ৭০ বস্তা চাল। বুধবার সকালে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরুল্লাপুর গ্রামের মাস্টিকারী মোড়েতে স্থানীয় মানুষ জন দেখতে পায় যে রেশন ডিলার ইয়াকুব সরদারের সরকারি কেরোসিন তেলের বিলি বন্টন দোকান ও চালের গোডাউনের দু'টি শাটার ভেঙে ফেলা হয়েছে।আর ওই গোডাউনে মজুত থাকা ৭০ বস্তা চাল যেমন একদিকে লুট করা হয়েছে অপরদিকে ৪০০ লিটার সরকারি কেরোসিন তেল ও লুট করা হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আবুল হোসেন ঘরামী বলেন,রাস্তার পাশে থাকা গোডাউন থেকে শাটার কেটে ও ভেঙে রাতের অন্ধকারে চাল ও কেরোসিন তেল চুরি হয়ে গেল।

এবার বনদপ্তর থেকেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে জামালের বিরুদ্ধে

জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর

আপনজন: একজন মহিলা এবং তার স্বামীকে সারারাত ধরে মারধর করার অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানার প্রতাপনগরে। রুবিজান বিবি নামে এক গৃহবধূর অভিযোগ তার স্বামী শাহরুখ শেখ কে চেনের সাহায্যে উল্টো করে ঝুলিয়ে সারারাত মারধর করা হয়। স্বামীকে বাঁচাতে জামালের হাতে পায়ে ধরলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।
জামাল সরদারের ভয়ে আতঙ্কিত এই দম্পতি এতদিন অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি।গতকাল বিধায়কের আশ্বাসে এদিন এই দম্পতি সোনারপুর থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দম্পতির অভিযোগ তাদের পারিবারিক বিষয় নিয়ে শালিশির নামে দুজনকে ডেকে বেধড়ক মারধর করে জামাল সরদার। এদিকে জামাল বেপাত্তা, জামালের ঘোড়াগুলির দেখার মত পরিচালক নেই মাঠে ঘুরে কোন রকমে ঘাস খেয়ে পেট ভরাচ্ছে তারা, সুইমিংপুলে ভাসতে দেখা গেছে কচ্ছপ এমনই দৃশ্য এলো সামনে। অন্য দিকে আজ সোনারপুরের শাসকদলের বিধায়িকা লাভলী মৈত্রর অফিসে গিয়ে দেখা করেন নির্যাতিতা রশিদা বিবি।তার সঙ্গে কথা বলে লাভলী মৈত্র জানান অভিযুক্ত জামালকে গ্রেফতার করা হবে. আইন আইনের পথে চলবে বলে স্পষ্টবার্তা তার। একই সাথে তিনি বলেন জামালের সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। লাভলী মৈত্র অফিসে বসেই খোঁজ পান রুবিজান বিবি জামালের হাতে অত্যাচারিত। ওই মহিলার বাড়িতে জান বিধায়ক এবং তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন ,তার সমস্ত কথা শোনেন । অত্যাচারিত মহিলা বলেন তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে গিয়েছিলেন কিন্তু বিচার পাননি। সেই কারণেই তিনি বিজেপির অগ্নিমিত্রা পাল এর দারস্থ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলী মৈত্র জানান, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কেন সাহায্য করেনি তা দলীয়ভাবে খতিয়ে দেখা হবে। তবে এই মুহূর্তে আরো বিপাকে সোনারপুরের জামাল সরদার। এবার বনদপ্তর থেকে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে জামাল সরদারের বিরুদ্ধে জানালেন ডিএফও মিলন মন্ডল। জামাল সর্দারের বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন ধারায় মামলা রুজু করা হবে। জামাল সরদারের বাড়িতে যে কচ্ছপ দেখা গিয়েছে তার বিজ্ঞান সম্মত নাম ইন্ডিয়ান সফ্ট শিল্ড টারটেল। আর বেআইনিভাবে এই কচ্ছপ বাড়ির সুইমিংপুলে রাখার জন্য সর্বোচ্চ তিন থেকে সাত বছরের জেল ও ২৫ লক্ষ টাকার জরিমানা হতে পারে বলে জানালেন ডিএফও মিলন কান্তি মন্ডল।

গাজোল বাস স্ট্যান্ড পরিদর্শনে জেলাশাসক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মালদার গাজোলে আবারো নতুন বাস স্ট্যান্ডের জন্য জায়গা পরিদর্শন করলেন মালদা জেলাশাসক নিতীন সিংহানিয়া । উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস , গাজোল থানার আই সি চন্দ্রশেখর ঘোষাল গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। তারা গাজোলের ধর্মতলা মোড় ৮১ নং জাতীয় সড়কের সংলগ্ন কচুয়া টোলা ত্রিস্তা প্রকল্পের যে জায়গা রয়েছে সেই জায়গা পরিদর্শন করেন । জাগা ঘুরে ঘুরে দেখেন। বাসস্ট্যান্ডের জন্য এই জায়গা উপযুক্ত বলে খুব ভালো হবে।এই জায়গার রিপোর্ট নবান্নে পাঠিয়ে দেন বলেন বক্তব্য মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এর পাশাপাশি গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও মালদা জেলা শাসক পরিদর্শনে যান। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সুপার অঞ্জন রায় ও রোগীদের সাথেও কথা বলেন খতিয়ে দেখেন গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালের ভিন্ন চত্বরে । এনিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কুলতলির সুড়ঙ্গ রহস্য উদ্ধারে সক্রিয় পুলিশ, অপরাধী এখনও অধরা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলির সুড়ঙ্গ রহস্য ও অপরাধী এখনো অধরা। পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া নকল সোনার কারবারি সাদ্দাম সর্দার ও তাঁর ভাইকে ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ধরতে পারল না পুলিশ। এখনো রহস্য সমাধান হলো না সাদ্দামের ঘরেতে উদ্ধার হওয়া সুড়ঙ্গেরও।দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের কুলতলির জালাবেড়িয়া-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়তারহাট গ্রামের বাসিন্দা নকল সোনার মূর্তি বিক্রিচক্রের মূল পাণ্ডা সাদ্দাম সর্দারের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে সোমবার আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেখানে

পুলিশকে লক্ষ্য করে শূন্যে গুলি ও চালায় সাদ্দামের ভাই সাইরুল। বাড়ির মহিলারাই পুলিশের হাত থেকে সাদ্দামকে ছিনিয়ে নেয়।আর তার পর থেকেই এখনো অধরা সাদ্দাম ও তার ভাই।মঙ্গলবার দুই ভাইয়ের স্ত্রী রাবেয়া সর্দার ও মাসুদা সর্দারকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'জনকেই ৭দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।পুলিশি ধরপাকড়ের ভয়ে এখন পুরুষ শূন্য পয়তারহাট গ্রাম। সোমবার সন্ধ্যার আগে সাদ্দামের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ঘরের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে একটি গোপন সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ প্রায় ৪০ ফুট দূরে বাড়ি লাগোয়া একটি খালের সঙ্গে সংযুক্ত। পুলিশের অনুমান,এই সুড়ঙ্গ বেশ কয়েক বছর আগেই তৈরি করা হয়েছে।তবে কোন কাজে ওই সুড়ঙ্গ ব্যবহার করা হতো তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। সোমবার রাতে ওই গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে তল্লাশি চালানোর সময় ভারী কোনও বস্তু পায়ে ঠেকে তদন্ত কারীদের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাসুবাটি দরবার শরীফে আশুরা পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের ৫ গম্বুজ মসজিদে মুহাররম উপলক্ষে ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্মরণে একটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আহসানুল ইসলাম সাহেব,মাওলানা তাজুল ইসলাম, সৈয়দ মিসবাহুল ইসলাম,পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম, হাফেজ নুরুল্লাহ ইসলাম। সকল জাতির জন্য সুস্থতা শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে শেষ করেন।

শিক্ষক স্মরণে ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মঙ্গলবার এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উ: মা:) , পশ্চিম মেদিনীপুর প্রতিষ্ঠানের এলাহিয়া ইকো ক্লাব এর ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অরণ্য সপ্তাহ পালনের সূচনা করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর, বন বিভাগ থেকে আবেদনের মাধ্যমে ৫০টি চারাগাছ সংগ্রহ করা হয়। মেহগনি, পেয়ারা, ডালিম, পেঁপে প্রভৃতি গাছ রোপণ করা হয়। তেজপাতা, পাতিলেবু ও কাঁঠাল চারাও নিজেরা সংগ্রহ করে লাগানো হয়। প্রধান শিক্ষক সেক নূর আলম অরণ্য সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য, গাছের উপকারিতা সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আলোকপাত করেন। ইকো ক্লাবের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক আশীষ কান্তি চাউল্যা সহ নরসিংহ দাস, অলকেশ অট্ট, সজয় মণ্ডল, চণ্ডী চরণ রাউত ও মির্জা আজিবুর সাহেব এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

বিধায়কের রক্তদান শিবির

রাকিবুল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: য়ের শহীদ দিবসকে সামনে রেখে হরিহরপাড়ার বিধায়ক নিয়ামত সেখের উদ্যোগে বুধবার বহরমপুরের ভাকুড়িতে রক্তদান শিবির হল। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, হরিহরপাড়া ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মোঃ সাফি, বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন এই রক্তদান শিবিরে ৩০৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

الدعوة
দাওয়াত

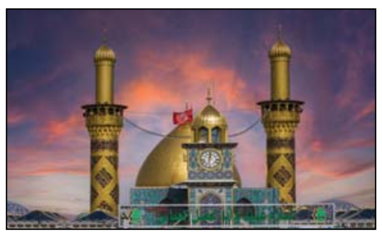

আল্লাহই হচ্ছেন চিরসত্য

আশুরা ও কারবালার শিক্ষা

যেসব আমলে মহানবী সা.-এর দোয়া পাওয়া যায়

মুহাররম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল্লাহই হচ্ছেন চিরসত্য

নাজমুল হুদা

কত সুন্দর মনোহর দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মানুষের প্রতি তাঁর ইহসান ও করুণা সীমাহীন। হাজারো অন্যায় অবিচার পাপাচার করলেও আল্লাহ জাল্লা শানুহু সাথে সাথেই পাপী বান্দাকে পাকড়াও করেন না। অসীম দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে ফিরে আসার সুযোগ দান করেন। মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে তাঁর বান্দাদের প্রতি সত্যের সন্ধান করার জন্য তাগিদ দেন, কাছে ডাকেন। কখনো কঠিন আবার কখনো কোমল কণ্ঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বেশুমার লাভজনক এক বাণিজ্যের কথা বলেন। পরিপূর্ণভাবে একমাত্র তাঁর অনুমোদিত দ্বীন-ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়ার আহ্বান জানান, যাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কুরআনুল কারিমে দুনিয়া ও আখেরাতের সহজ-সরল প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআন মাজিদে তাঁর সতর্কতামূলক সুমহান বাণী খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন– হে মানুষ, তামেরা তামোদের মালিককে ভয় করাে, অবশ্যই কেয়ামতের কম্পন হবে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা।

সেদিন তামেরা তা নিজেরা দেখতে পাবে, (দেখবে) বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে এমন প্রতিটি নারী (ভয়াবহ আতঙ্কে) তার দুগ্ধপোষ্যকে ভুলে যাবে, প্রতিটি গর্ভবতী (জন্তু) তার (গর্ভস্থিত বস্তুর) বাঝো ফেলে দেবে, যখন তুমি দেখবে তখন (তামোর) মনে হবে তারা বুঝি কিছু নেশাগ্রস্ত মাতাল; কিন্তু তারা আসলে কেউই নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (এটা হচ্ছে এক ধরনের আজাব) আল্লাহ তায়ালার আজাব কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ।

মানুষের মধ্যে কিছু (মূর্খ) লাকে আছে, যারা না জেনে (না বুঝে) আল্লাহ তায়ালার (শক্তিমত্তা) সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করে এবং (সে) প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তানের আনুগত্য করে, অথচ তার ওপর (আল্লাহ তায়ালার এ) ফয়সালা তো হয়েই আছে যে, যে কেউই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে সে (নির্ঘাত) গামেরাহ হয়ে যাবে, আর (এ গামেরাহি) তাকে (জাহান্নামের) প্রজ্বলিত (আগুনের) শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

হে মানুষ, পুনরুত্থান (দিবস) সম্পর্কে যদি তামোদের মনে কোনাে সন্দেহ থাকে তাহলে (তামেরা আমার সৃষ্টি প্রক্রিয়া ভেবে দেখাে) আমি তামোদের (প্রথমত) মাটি থেকে পয়দা করেছি, যা আকৃতিবিশিষ্ট (হয়ে সন্তানে পরিণত হয়েছে) কিংবা আকৃতি বিশিষ্ট না হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে– যেন আমি তামোদের কাছে (আমার সৃষ্টিকৌশল) প্রকাশ করে দিতে পারি; (অতঃপর আরাে লক্ষ করাে) আমি (শুক্রবিন্দুর মাঝে) যাকে (পূর্ণ মানুষ বানাতে) চাই তাকে জরায়ুতে একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই, অতঃপর আমি তামোদের একটি শিশু হিসেবে (সেখান থেকে) বের করে আনি, অতঃপর তামেরা তামোদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করাে, তামোদের মধ্যে কেউ (বয়াপ্রোপ্তির আগেই) মরে যায়, আবার তামোদের অকর্মণ্য (বৃদ্ধ) বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, যেন কিছু জানার পরও (তার অবস্থা এমন হয়) সে কিছুই (বুঝি এখন আর) জানে না; (সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে) তুমি দেখতে পাচ্ছো শুষ্ক ভূমি, অতঃপর আমি যখন তার ওপর (আসমান থেকে) পানি বর্ষণ করি তখন তা সরস ফলে ফুলে তাজা হয়ে ওঠে, (অতঃপর) তা সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করে।

এগুলাে এ জন্যই (ঘটে), আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন অমাঘে সত্য, তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং সবকিছুর ওপর তিনিই একক ক্ষমতাবান,

অবশ্যই কেয়ামত আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, যারা কবরে (শুয়ে) আছে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের পুনরুত্থিত করবেন।

(তারপরও) মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যে ব্যক্তি কোনাে রকম জ্ঞান, পথনির্দেশ ও দীপ্তিমান কিতাব (প্রদত্ত তথ্য) ছাড়াই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে (ধৃষ্টতাপূর্ণ) বিতণ্ডা শুরু করে,

যাতে মানুষকে সে আল্লাহর পথ থেকে গামেরাহ করে দিতে পারে; যে ব্যক্তি এমন করে তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান, (শুধু তাই নয়,) কেয়ামতের দিন আমি তাকে (জাহান্নামের) আগুনের কঠিন শাস্তিও আস্বাদন করাব।

(আমি তাকে বলব) এ হচ্ছে তামোর সেই কর্মফল যা তামোর হাত দুটো (আগেই এখানে) পাঠিয়ে দিয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের প্রতি কখনাে (এত) বড় জালেম নন। (সূরা হজ-১-১০)

বিশদ বর্ণনার পর আবারো দয়াময় আল্লাহ পরম ভালোবাসায় উপরোল্লেখিত সূরার ৫০ নম্বর আয়াতে কারিমায় বলেন, যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

মনে রাখতে হবে, ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করা ছাড়া মানুষের কাছে কোনো বিকল্প নেই। আর খাঁটি মুসলিম হতে হলে কুরআন-সুন্নাহ শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে ঈমানদাররা তোমরা পুরোপুরি ইসলামের (ছায়াতলে) প্রবেশ করো এবং কোনোক্রমেই (অভিশপ্ত) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; কেননা শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারাহ-২০৮)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে ইসলামের মূলনীতিগুলো তুলে ধরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উম্মতকে তা প্রতিপালনে উৎসাহিত করেছেন। সেই সাথে দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে–

তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাছারারা (খ্রিষ্টানরা) বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারি-৩৪৪৫)

পবিত্র আশুরার উৎস

বিশেষ প্রতিবেদন

আজ ১০ মহররম। বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও শোকাবহ এক দিন আজ। হিজরি সনের প্রথম মাস মহররমের ১০ তারিখ পবিত্র আশুরা হিসেবেও পরিচিত। মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়ার আশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নফল রোজা, নামাজ, দান-খয়রাত ও জিকির-আসকারের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করবেন।

আরবি 'আশারা' শব্দের অর্থ দশ। আর আশুরা মানে দশম। আর মহররম অর্থ সম্মানিত। হিজরি ৬১ সনের ১০ মহররম সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা.-এর দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা কারবালার ময়দানে ইয়াজিদের সৈন্যদের হাতে শহীদ হন।

হজরত আলী (রা.)-র সাহসে এসে মিশেছে পাণ্ডিত্ব

শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ইসলামের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হজরত ইমাম হোসেন (রা.)-র আত্মত্যাগ মানবতার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কারবালার এই শোকাবহ ঘটনা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে এবং সত্য ও সুন্দরের পথে চলতে প্রেরণা জোগায়।

কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে এই দিনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। হজরত মুসা (আ.) ফেরাউনের জুলুম থেকে এই দিনে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে। ইব্রাহিম (আ.) নমরুদের অগ্নিকুণ্ড থেকে এই দিনে মুক্তি পান।

মহানবী সা. যেসব খাদ্য পছন্দ করতেন

আবদুল মজিদ মোল্লা

মহানবী সা. ছিলেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি মুমিনের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনের জন্য আদর্শ। যেমন খাদ্য ও পানীয়। নবীজি সা. পরিমিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করতেন।

তিনি সাহাবিদেরও উপকারী ও স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তা করেছেন সুষম, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রশংসা করে।

খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনায় নবীজির নীতি

খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় নবীজি সা. সর্বদা ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) লেখেন, খাদ্যের ব্যাপারে মহানবী সা.-এর নির্দেশনা ও আদর্শ হলো তিনি উপস্থিত খাবার ফিরিয়ে দিতেন না এবং যা নেই তা নিয়ে ভাবতেন না।

কোনো হালাল ও উপাদেয় খাবার তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। খাবার রুচিসম্মত না হলে তা হালাল হলেও গ্রহণ করতেন না। তিনি কখনো খাবারের নিন্দা করতেন না। ভালো মনে হলে খেয়েছেন, না হলে এমনভাবে রেখে দিয়েছেন যেন সেটা তিনি অনভ্যাসবশতই রেখে দিয়েছেন।

নিজের অপছন্দ হলেই তিনি তা উম্মতের জন্য হারাম করেননি। (যাদুল মাআদ, পৃষ্ঠা-৯৫)

যেসব খাবারের প্রশংসা করেছেন

মহানবী সা. যেসব খাবারের প্রশংসা করেছেন তার কয়েকটি হলো–

১. খেজুর : রাসুলুল্লাহ সা. খেজুর খেতে পছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন মুমিনের ঘরে খেজুর থাকুক। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেন, যে ঘরে খেজুর নেই সে ঘরের লোকেরা অভুক্ত। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৮৩১)

খেজুরের ভেতর 'আজওয়া' প্রজাতির খেজুরের বিশেষ প্রশংসা করেছেন নবীজি সা.।

তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আজওয়া খাবে, সেদিন বিষ ও জাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৪৭)

২. সিরকা : খাদ্য ও তরকারি হিসেবে মহানবী সা. সিরকার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সিরকা কতই না উত্তম তরকারি।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৩৮২০)

৩. জাইতুনের তেল : জাইতুনের তেলের প্রশংসা করেছেন নবী সা.। তিনি বলেন, 'তোমরা জাইতুনের তেল খাও এবং তা মালিশ করো। কেননা তা বরকতময় বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৮৫১)

৪. দুধ : রাসুলে আকরাম সা. দুধকে মানব প্রকৃতির অনুকূল খাদ্য বলেছেন। হাদিসে এসেছে, নবী সা. মিরাজের রাতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'অতঃপর আমার সামনে দুটি পেয়ালা আনা হলো। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম আর তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিতরাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৩৭)

৫. সারিদ : মহানবী সা. সারিদ খেতে পছন্দ করতেন। তিনি সারিদের প্রশংসা করে বলেন, 'নারীদের ভেতর আয়েশার মর্যাদা যেমন, খাদ্যের মধ্যে সারিদের মর্যাদা তেমন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪২৮)

যেসব খাদ্য পছন্দ করতেন

হাদিসে এমন কিছু খাবারের বর্ণনা পাওয়া যায়। যার ব্যাপারে নবীজি সা. সরাসরি প্রশংসা না করলেও তিনি তা খেতে পছন্দ করতেন, যা তার প্রশংসারই শামিল। যেমন–

৬. বাহুর গোশত : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা.-এর জন্য গোশত আনা হলো এবং তাঁকে বাহুর গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি বাহুর গোশতই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খেলেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৮৩৭)

৭. পনির : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, তাবুকের ময়দানে নবীজি সা.-এর সামনে পনির পেশ করা হলো। তিনি ছুরি চাইলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে তা টুকরা টুকরা করলেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১৮১৯)

৮. যবের রুটি : আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা যায় নবীজি সা.-এর পরিবারের সদস্যরা যবের রুটিতে তৃপ্তিবোধ করতেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ সা.-এর পরিবার তাঁর মৃত্যুর আগে পরপর দুদিন যবের রুটিতে তৃপ্ত হয়নি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৯৭০)

৯. মধু : আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৩১)

১০. মাখন : ইবনাই বিসর আল মুসলিমাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, 'একবার আমাদের ঘরে রাসুল সা. আগমন করেন। আমরা তাঁর সম্মুখে মাখন ও খেজুর পরিবেশন করি। তিনি মাখন ও খেজুর পছন্দ করতেন।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৮৪৩)

যেসব আমলে রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর দোয়া পাওয়া যায়

সাখাওয়াত উল্লাহ

বিশ্বনবী সা. তাঁর উম্মতের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেছেন। এবং তাঁর দোয়া লাভের কিছু আমল বলে দিয়েছেন। সেসব আমল করে কিয়ামত অবধি যে কেউ মহানবী সা.-এর দোয়ায় শামিল হতে পারে। নিম্নে এমন কিছু আমল উল্লেখ করা হলো–

প্রথম কাতারে সালাত আদায়

যারা জামাতে প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে সালাত আদায় করে, রাসুলুল্লাহ সা. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. প্রথম কাতারের মুসল্লিদের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লিদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। (ইবন মাজাহ, হাদিস : ৯৯৬)

আজান দেওয়া ও ইমামতি করা

রাসুলুল্লাহ সা. ইমামদের জন্য হিদায়াতের দোয়া করেছেন এবং মুয়াজ্জিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল সা. বলেছেন, 'ইমাম হচ্ছে জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সৎ পথে পরিচালিত করো এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করো।

' (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৭; তিরমিজি, হাদিস : ২০৭)

তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহযোগিতা

কোনো দম্পতি যদি তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে এবং পরস্পরকে সেই ইবাদতে উৎসাহিত করে, তাহলে সেই স্বামী-স্ত্রী রাসুলুল্লাহ সা.-এর রহমতের দোয়া লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর অনুগ্রহ করুন, যে রাত জেগে সালাত আদায় করে; অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভঙ্গের জন্য)। আর আল্লাহ ওই নারীর ওপরও অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম থেকে উঠতে গড়িমসি করে, তখন সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।' (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩০৮; ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৩৩৬)

পাওনা আদায় ও ক্রয়-বিক্রয়ে সহনশীল হওয়া

সহনশীলতা মানব চরিত্রের একটি মহান গুণ। জীবনের পথ চলায় লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, দেনা-পাওনা আদায়ে যারা সহনশীলতা ও কোমলতা প্রদর্শন করে, রাসুল সা. তাদের জন্য রহমত ও জান্নাত লাভের দোয়া করেছেন। জাবের (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ ওই বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে বান্দা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারচিত্ত হয় এবং (ঋণের) পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয়।' (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ২২০৩)

অধীন লোকের ওপর কোমল হওয়া

অধীন যেকোনো ব্যক্তির ওপর কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সা.-এর দোয়া লাভ করা যায়।

নবী করিম সা. তাঁর উম্মতের কোমলতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করে বলেন, 'হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনোরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে এবং তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, তুমি তার প্রতি কঠোর হও। আর যে আমার উম্মতের ওপর কোনোরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি কোমল আচরণ করে, তুমিও তার প্রতি কোমল ও সদয় হও।' (মুসলিম, হাদিস : ১৮২৮)

সকালবেলার সময়কে কাজে লাগানো

সকালবেলায় সম্পাদিত যাবতীয় কাজে বরকত নাজিল হয়। রাসুল সা. প্রভাতকালে বরকত নাজিলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের ভোরবেলার মধ্যে তাদের বরকত দান করুন।' যখন রাসুলুল্লাহ সা. কোথাও কোনো ক্ষুদ্র বা বিশাল বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিতেন, তখন সকালবেলায়ই পাঠাতেন। (তিরমিজি : ১২১২)

হাদিস মুখস্থ করা ও প্রচার করা

রাসুলুল্লাহ সা. দোয়া লাভের সৌভাগ্য হাসিলের উল্লেখযোগ্য উপায় হলো, তাঁর হাদিস মুখস্থ করা এবং তা মানুষের মধ্যে প্রচার করা। নবী করিম সা. বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে মর্যাদামণ্ডিত করেন, যে আমার কথা শুনেছে, তা মুখস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৬৫৮)

মহান আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রিয় নবীর দোয়ায় শামিল করুন।

আশুরা ও কারবালার শিক্ষা

বিশেষ প্রতিবেদন

আরবি হিজরি সনের প্রথম মাস মহররম। ইসলামের দৃষ্টিতে মহররম একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ মাস। অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রহস্যময় তাৎপর্য নিহিত আছে এ মাসকে ঘিরে। মহররম মাসের ১০ তারিখ মুসলিম বিশ্বের তাৎপর্যপূর্ণ সেই আশুরার দিন।

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা যে চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন, মহররম তার অন্যতম। তবে এই মহররম মাসের আশুরা ও কারবালা- দুটি আলাদা বিষয়। অনেকে এখনও এ দুই বিষয়কে না জানার কারণে একত্রে গুলিয়ে ফেলেন। মূলত আশুরার দিনেই কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে। তাই এ দুই ঘটনার শিক্ষা আলাদা। নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

আশুরা কী?

মহররম মাসের ১০ তারিখকে আরবিতে আশুরা বলা হয়। এই দিনে ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুসা (আ.) এর সম্প্রদায় মুক্তি পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সমুদ্রের মাঝখানে রাস্তা বানিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে সাহায্য করেছিলেন। এর শুকরিয়াস্বরূপ তারা প্রতিবছর আশুরার দিনে রোজা রাখত। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সা. হিজরতের পর যখন এ বিষয়ে অবগত হন, তখন তিনি বলেন, منكم بموسى احق نحن অর্থাৎ মুসা (আ.) এর আদর্শ পালনে তোমাদের থেকে আমরা বেশি হকদার। তোমরা রোজা রাখলে আমরাও অবশ্যই রাখব। তাই ইহুদিদের সঙ্গে সাদৃশ্যতার দূরত্ব বজায় রেখে ১০ মহররমের সঙ্গে আগে-পরে আরো একটি রোজা রাখতে সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করেছেন। এ ছিল আশুরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আশুরার শিক্ষা

আশুরার এ ইতিহাস থেকে মৌলিকভাবে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়। যেমন-

১. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ওপর যে নেয়ামত দেওয়া হয়েছে, সে নেয়ামতগুলোকে আমাদের ওপর দেওয়া হয়েছে বলে সম্মান করা।

২. নেয়ামতের শোকর আদায় করা।

৩. বিধর্মীদের অনুসরণ না করা। যেমন তারা একটি রোজা রাখত, তাদের বৈশাদৃশ্যের জন্য আমাদেরকে দুটি রোজা রাখার আদেশ করা হয়েছে।

কারবালা কী?

কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত মুসলিম ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। চরিত্রহীন ইয়াজিদের অন্যায়-অনাচারের প্রতি মাথানত না করে শাহাদাতকেই বেছে নিয়েছিলেন ইমাম হোসাইন (রা.)। ৬১ হিজরির ১০ মহররম পবিত্র আশুরার দিনে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেছিলেন নবী-দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)। শাহাদাতের আগের পুরোটা সময় তিনি কঠিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইয়াজিদের অন্যায় নিয়ে কথা বলতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ইয়াজিদ বাহিনী কোনো কথা না শুনে কারবালা অবরোধ করে এবং অল্পসংখ্যক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। প্রাণপণ লড়াইয়ের পর ইমাম হোসাইন (রা.) শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। শাহাদাতের পর তার দেহ মোবারকে মোট ৩৩টি বর্শার এবং ৩৪টি তরবারির আঘাত ছাড়াও অসংখ্য তীরের জখমের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, সেদিন কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা.) এর পক্ষের প্রায় ৭১-৭৩ জন শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

একজন ঈমানদার মাত্রই এই দিনে বড়ই শোকবিহ্বল ও ব্যথাতুর হয়ে পড়েন। এটি খুবই স্বাভাবিক। নবী পরিবারের জন্য অন্তরে ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের অন্যতম আলামত। এক হাদিসে নবীজি সা. বলেন, ‘এরা (হাসান-হোসাইন) দুজন আমার পৌত্র (দৌহিত্র) এবং আমার কন্যার পুত্র। হে আল্লাহ! আমি এদের দুজনকে ভালোবাসি। সুতরাং তুমি তাদের ভালোবাসো এবং যে ব্যক্তি এদের ভালোবাসবে, তুমি তাদেরও ভালোবাসো’। (তিরমিজি: ৩৭৬৯)

তবে মনে রাখতে হবে, হোসাইন (রা.) এর শাহাদাত ইসলামি শরিয়ত পূর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তাই শরিয়তে ইমাম হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনাকেন্দ্রিক কোনো আমল নেই। যেমন- শোক পালন করা, মাতম করা, নতুন নিয়মে নামাজ পড়া, তেল মালিশ, তাজিয়া মিছিল, পিটে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হওয়া, আতশবাজি, আলোকসজ্জা, পুঁথি পাঠ, হালুয়া-রুটির হৈ-হুল্লোড় ইত্যাদি কাজ সুন্নাহবিরোধী ও বিদআত।

কারাবালার শিক্ষা

কারবালার ঘটনার মৌলিক শিক্ষাগুলো হলো-

১. অসৎ ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না।

২. কঠিন বিপদে সবর করা

৩. আল্লাহর পথে অটল-অবিচল থাকা।

৪. আল্লাহর পথে জীবন দেওয়া।

৫. দ্বিধাবিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে আশুরা ও কারবালার মর্যাদা রক্ষার তাওফিক দান করুন। আশুরা ও কারবালার পবিত্র শিক্ষাগুলো ধারণ করে বিদআত থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুহাররম ও আশুরা: কুরআন, সুন্নাহের দিক নির্দেশনা

মহবুবুর রহমান

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের সুবিন্যস্ত বিধিমালা দিয়েছে ইসলাম। মুসলিমদের কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত ও শরীয়ত সম্মত জীবনধারায় অভ্যস্ত হওয়াই কাম্য। আরবী বর্ষধারায় সর্বপ্রথম মাস মুহাররাম অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ মাস। কুরআনের ভাষায় এটি ‘আরবাআতুন হুরুম’-অর্থাৎ চার সম্মানিত মাসের অন্যতম।

এ মাসে রোযা রাখার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘রমযানের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা হল সর্বশ্রেষ্ঠ। ’

-সহীহ মুসলিম ২/৩৬৮; জামে তিরমিযী ১/১৫৭

এর মধ্যে আশুরার রোযা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ও আশুরায় যেরূপ গুরুত্বের সঙ্গে রোযা রাখতে দেখেছি অন্য সময় তা দেখিনি।

-সহীহ বুখারী ১/২১৮

হযরত আলী রা.কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল, রমযানের পর আর কোন মাস আছে, যাতে আপনি আমাকে রোযা রাখার আদেশ করেন? তিনি বললেন, এই প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জনৈক সাহাবী করেছিলেন, তখন আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘রমযানের পর যদি তুমি রোযা রাখতে চাও, তবে মুহাররম মাসে রাখো। কারণ, এটি আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন একটি দিন আছে, যে দিনে আল্লাহ তাআলা একটি জাতির তওবা কবুল করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্যান্য জাতির তওবা কবুল করবেন। ’-জামে তিরমিযী ১/১৫৭

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে ৯ তারিখেও অবশ্যই রোযা রাখব। ’-সহীহ মুসলিম ১/৩৫৯

মহররম ও আশুরাকেন্দ্রিক কুসংস্কারাদি

এ মাসে পৃথিবীর বহু ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এদিনে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরত প্রকাশ করেছেন। বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্রে রাস্তা বের করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে পার করে দিয়েছেন। আর একই রাস্তা দিয়ে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে ডুবিয়ে মেরেছেন।

-সহীহ বুখারী ১/৪৮১

তবে এ দিনের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকে নানা ভিত্তিহীন কথাও বলে থাকেন। যেমন, এদিন হযরত ইউসুফ আ. জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। হযরত ইয়াকুব আ. চোখের জ্যোতি ফিরে পেয়েছেন। হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছেন। হযরত ইদরীস আ.কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। অনেকে বলে, এদিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব কথার কোনো ভিত্তি নেই। -আল আসারুল মারফূআ, আবদুল হাই লাখনবী ৬৪-১০০; মা ছাবাহা বিসসুন্নাহ ফী আয়্যামিস সানাহ ২৫৩-২৫৭

এ মাসের একটি ঘটনা শাহাদাতে হুসাইন রা.। বলাবাহুল্য যে, উম্মতের জন্য এই শোক সহজ নয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই তো শিক্ষা- ‘নিশ্চয়ই চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় ব্যথিত হয়, তবে আমরা মুখে এমন কিছু উচ্চারণ করি না যা আমাদের রবের কাছে অপছন্দনীয়। ’

অন্য হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যারা মুখ চাপরায়, কাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের কথাবার্তা বলে। ’

অতএব শাহাদাতে হুসাইন রা.কে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া এবং সব ধরনের জাহেলী রসম-রেওয়াজ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। তবে ঐ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমূহ শোষন, দমন, নির্যাতন, অপশাসন, অনধিকার প্রবেশ, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রতিরোধমূলক চূড়ান্ত কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ লড়াই করে প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতীজ্ঞ হতে হবে।

এ মাসে যেসব অনৈসলামিক কাজকর্ম ঘটতে দেখা যায় তার মধ্যে তাজিয়া, শোকগাঁথা পাঠ, শোক পালন, মিছিল ও ব্যালি বের করা, শোক প্রকাশার্থে শরীরকে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব রসম-রেওয়াজের কারণে এ মাসটিকেই অশুভ মাস মনে করার একটা প্রবণতা অনেক মুসলমানের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়।

এজন্য অনেকে এ মাসে বিয়ে-শাদী থেকেও বিরত থাকে। বলাবাহুল্য এগুলো সম্পূর্ণ অনৈসলামিক ধারণা ও কুসংস্কার।

মোটকথা, এ মাসের করণীয় বিষয়গুলো যথা, তওবা-ইস্তেগফার, নফল রোযা এবং অন্যান্য পূণ্য কর্ম। এসব বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং সব ধরনের কুসংস্কার ও গর্হিত রসম-রেওয়াজ থেকে বেঁচে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক চলাই মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ স্বীয় অসীম কৃপা বশে আমাদেরকে শরীয়তসম্মত ভাবে মুহাররম মাস সহ সমূহ মোক্ষম ক্ষণের যথার্থ মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাররম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ফিরোজউদ্দীন গাজী

‘মুহাররম’ হল আরবি বছরের প্রথম মাস। আরবি বছরের মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাস (মুহাররম, জিলক্বদ, জিলহ্বজ ও রজব)আছে সেই মাস গুলির মধ্যে এই মাস অন্যতম। মুহাররম শব্দটি আরবি শব্দ যার অর্থ পবিত্র এবং সম্মানিত। ইসলাম জগতের কাছে। তাই আরববাসী এই মাসগুলিতে যুদ্ধ বন্ধ রাখত। এককথায় এই সময় মানুষ ইবাদত বান্দেগিতে কাটাতেন। মুহাররম মাসের সম্পর্কে আল্লাহর রসুল বলেছেন রমজানের শিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হল মুহাররমের সওম। তাই এই মাস অত্যন্ত সম্মানিত। এই মাসের মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন আছে সেই দিনকে বলা হয় আশুরার দিন। এই দিনের (১০ তারিখের)গুরুত্ব অনেক বেশি। আশুরা শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ আশারা থেকে। এই আশারা শব্দের অর্থ দশ এবং আশুরা শব্দের অর্থ দশম। এই দিন শিয়া মুসলমানদের মধ্যে এক বৃহত্তর শোক এবং বিশাল বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। কারণ এই দিন হজরত হোসাইন (রদ্বী.) কে মৃত্যুতে চিহ্নিত করেছিল। ৬৮০ খ্রি. কারবালা যুদ্ধের ময়দানে। এছাড়াও এই দিন শুন্নি মুসলমানদের মধ্যে আশুরা উদযাপন হয়ে থাকে এবাদতের(নামাজ, রোজা, কোরআন তিলাওয়াত)-র মধ্যে দিয়ে। শুন্নি সম্প্রদায়ের লোকেরা রোজা রাখে রসুল(স.)-র হাদিসের উপর ভিত্তি করে। প্রথম রোজা রাখে আশুরার আগের দিন, দ্বিতীয় রোজা রাখে আশুরার দিন, তৃতীয় রোজা রাখে আশুরার পরের দিন। তবে এই রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তবুও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই রোজা পালন করে থাকে। এই আশুরার রোজা রাখা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল প্রথম ইয়াজিদের উত্তরাধিকার পাওয়ার ফলে। কারণ নিজের উত্তরাধিকার প্রাপ্তিপরপরই ইয়াজিদ মদিনার দিকে হোসাইন ও আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তারা আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে বাধ্য করার নির্দেশ দেন। এটা হোসাইন অস্বীকার করেন। যিনি বিশ্বাস করতেন যে ইয়াজিদ ইসলাম শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়েছে এবং রসুল স.-র সুন্নাত পরিবর্তন করেছে। ইসলামিক কিতাব গুলিতে এসেছে রমজানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তম রোজা হল মুহাররমের রোজা। এই মুহাররমের দিনে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি হল– এই মাসেতে আল্লাহ ইবলিশ শয়তানকে জাহান্নাম থেকে বাহির হওয়াকে নিষেধ করেছিল (এই জন্য আল্লাহ এই মাসের নাম দিয়েছে মুহাররম)। *মুহাররমের এই দশ তারিখে হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ এই পৃথিবীতে নামিয়েছিলেন। *আল্লাহ এই দিনে নবী হযরত ওজাইর (আ.) কে ১০০ বছর এক জায়গাতে বেহুশ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার হুঁশ ফিরিয়েছিলেন। *এই দিনে হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে নমরুদের আগুন থেকে মুক্তি দেন। *আবার এই দিনেই হযরত ইউনুস (আ.) কে মাছের পেট থেকে সুরক্ষিতভাবে দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। *এছাড়াও এই দিনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে মাকামে মাহমুদ (এটি হলো কেবলমাত্র আমার নবীর জায়গা) -র সুসংবাদ দিয়েছিলেন। *এছাড়াও এই দিনে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু কে শহীদ করা হয়। এছাড়াও এই দিনে হযরত আইয়ুব (আ.) কে ১৬-১৭ বছর পুরো শরীর পোকা খাওয়ার পর এই তারিখে সুস্থ করে দেন। *এই দিন আকাশ জমিন পাহাড়-পর্বত সব কিছু সৃষ্টি হয়। *হজরত সোলায়মান (আ.)কে হারানো বাদশাহি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। *হজরত ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক হারানো পুত্র হজরত ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ। * এই দিন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল আর এই দিনই পৃথিবী ধ্বংস হবে। *আবার এই দিন কারবালার জমিনে ৬০ থেকে ৬১ হিজরীতে ইমাম হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু কে শহীদ করা হয়। তবুও আমরা দুঃখের মধ্যে খুশি হতে বাধ্য হই কারণ নিজের মাথা কাটিয়ে দেওয়ার পরও মিথ্যার কাছে মাথা নত করেনি। এই কারণে পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দিয়েছে হাসান হোসাইন। পৃথিবীর চিরাচরিত একটা সিস্টেম মানুষ মাথা বাঁচানোর জন্য হাত দিয়ে গার্ড করে, আর ইমাম হোসাইনের ক্ষেত্রে সিস্টেমটা হল হাত বাঁচানোর জন্য মাথা দিচ্ছেন। কারণ একটাই মিথ্যার কাছে মাথা নত করা যাবে না।

ইমাম হাসান হোসাইন নবি পাকের কলিজার টুকরা জান। ইমাম হাসানের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত পুরো আমার রসুল(স.) -র মতো দেখতে ছিলেন। আর ইমাম হোসাইনের কোমর থেকে পা পর্যন্ত আমার রসুল (স.)-র মতো দেখতে ছিলেন। এনাদের শহিদের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন রসুল (স.)। হজরত উম্মে সালমা (রাদ্বী.) যানাকে নবিপাক একটা মাটির টুকরো দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এই মাটির টুকরোটা রেখে দাও যেদিন দেখবে মাটিটা রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে , সেদিন জানবে কারবালার জমিনে আমার হোসাইন শহীদ হয়ে গেছে। এছাড়াও হজরত আব্বাস (রদ্বী.) কে রসুল স. একটা শিশি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যেদিন দেখবে মাটিটা রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে , সেদিন জানবে কারবালার জমিনে আমার হোসাইন শহীদ হয়ে গেছে।

জিলহ্বজ মাসের তিন তারিখে ইমাম হাসান (রদ্বী.) হুজুরকে শহীদ করা হয়েছিল বিষ খাবিয়ে। প্রথমবার বিষ খাওয়ানোর পর কিছুই হয়নি। দ্বিতীয়বার বিষ পান করানোর পর হাসান ছুটছে নবিপাকের রওজা শরিফের পাশে। রওজা শরিফের পাশে গিয়ে বলছে নানাজান আপনার হাসানকে কুফফারে কুরায়েশরা কী পান করিয়েছে গোটা শরীরটা জ্বলছে। নানাজান আপনি হাসানের জন্য একটু দুয়া করেন। আল্লাহপাকের রহমতে এবং রসুল (স.) -র দুয়ার বরকতে ইমাম হাসানের শরিরের বিষকে আল্লাহ পানি করে দিল। ইয়াজিদরা তৃতীয় বার বিষ দিয়েছে ইমাম হাসানকে মারার ষড়যন্ত্র করে। বিষটা এতটা কড়া করে তৈরি করা হয়েছিল যে বিষের মধ্যে হিরার টুকরা পিষে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল , যার ফলে পেটের নাড়ীগুলো সব ছিঁড়ে যেতে লাগলো যার ফলে হুসাইন মাটিতে পড়ে গিয়েও উঠতে পারলেন না। হাসানের কাছে হোসাইন হাজির হয়ে ঝরঝর করে কাঁদছেন এবং হোসাইনকে জিজ্ঞাসা করছেন যে কে তাকে এমন অবস্থা করেছে। ইমাম হাসান বলছেন হোসাইন কে , ভাই আমি তাকে মাফ করে দিলাম। ইমাম হাসান (রদ্বী.) শহীদ হয়ে গেলেন।

ইমাম হোসাইন মক্কা শরীফ থেকে হেঁটে আসছিলেন কারবালার ময়দানে। এদিকে ইবনে জিয়াদ এই খবর পেয়ে একটা সৈন্য লস্কর পাঠিয়েছিল যার নেতা করেছিল হযরত হোর রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু কে। ইয়াজিদের নেতা করেছিল যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল হযরত ওমর (রাদ্বী.)। তখন তিনি হোসাইন কে বলেন হুজুর আপনি আর আগে যাবেন না। সব সৈন্য ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে মারার জন্য। আমি আপনাকে যেতে নিষেধ করছি কারণ, আমি নবী বংশ কে ভালবাসি তাই। এ কথা যদি সৈন্যরা জানতে পারে তাহলে তারা আমাকেও মেরে দেবে। যখন আমরা রাতে ঘুমাবো তখন আপনি আপনার সৈন্যদের নিয়ে চলে যাবেন। এই শর্তটা ইমাম হোসাইন মেনে নেন। এই রাস্তাটা এমন একজনকে দেখাতে বলা হল যে ওই রাস্তা দিয়ে শতাধিকবার যাওয়া আসা করেছে। সারারাত ধরে হেঁটে এমন এক জায়গায় এসেছে যেখানে খোলা প্রশস্ত মরুভূমি তার পাস দিয়ে একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে এসে অজু করে নামাজ পড়লেন ওই জায়গায় হল কারবালা। ওই মাটিতে যখন মারা হচ্ছে তখন ঐ মাটি থেকে কাঁচা রক্ত বের হচ্ছে। তখন হোসাইন বললেন কালকের দিন আমরা সকলেই একে একে এখানে শহীদ হয়ে যাবো। যেদিন কারবালার ময়দানে গিয়েছিল সেদিন ছিল ৯ তারিখ অর্থাৎ আশুরার দিন হোসাইনকে ইয়াজিদরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে বললেন তখন হোসাইন বললেন আজকে আশুরার দিন আজকে যুদ্ধ করবো না আজ নামাজ পড়বো। যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে আগামীকাল তোমরা আসো অর্থাৎ ১০ তারিখে। হোসাইন নামাজে মগ্ন কিতাবে এসেছে যে রাতের গুরুত্ব এক হাজার মাসের রাতের চেয়ে উত্তম। সারারাত নামাজের মাধ্যমে অতিবাহিত হল তারপরের দিন মুহাররম। ইয়াজিদ বাহিনীরা তৈরি যুদ্ধ করার জন্য।

ইমাম হোসাইন সকলকে বললেন যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে।

হোসাইনের দল থেকে যিনি প্রথম গিয়েছিলেন তার নাম হলো হজরত হোর রাদ্বী. (বয়স ৬১ বছর)। যিনি একা 40 জন মানুষের গার্দান নামিয়েছিলেন। তারপর তিনি শহীদ হয়ে যান। এইভাবে একে একে শেষ হতে লেগেছে। শেষে কেবলমাত্র ইমাম হোসাইন আর জয়নুল আবেদীন বেঁচেছিল।

হোসাইন তাবুর মধ্যে চলে গেলেন কারণ এবার নিজের যুদ্ধ করার পালা। ওই তাবুর মধ্যে থেকে একটা পুরাতন পাগড়ী বের করলেন যে পাগড়ী পরে রাসূল সা. যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর একটা পুরাতন তলোয়ার বের করলেন এবং বললেন এই তলোয়ারটা হযরত আলী রাঃ তলোয়ার। তারপর একটা পুরাতন চাদর বের করলেন সেটি হল হযরত মা ফাতেমা (রাদ্বী.) চাদর। এই পাগড়ী, তলোয়ার ও চাদর বের করার কারণ হল কেউ এই তিনটি জিনিস কে কোনও দিনও যুদ্ধে কেউ হারাতে পারবেনা। এবার হোসাইন যুদ্ধ করবে বলে ঘোড়ার পিঠে উঠলেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। হোসাইন যুদ্ধ করতে লাগলেন কিছু কমবেশি একটানা ৫ থেকে ৬ ঘন্টা যুদ্ধ করেছিলেন। কিতাবে এসেছে হোসাইন হুজুরের শরীরে ৮০ টিরও বেশি জায়গায় ক্ষত হয়েছে। হোসাইন যুদ্ধ করতে করতে আসরের নামাজের সময় হয়ে যাওয়াতে ইয়াজিদের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছিল নামাজ পড়ার জন্য। আর ইয়াজিদ দেরও বলেছিল নামাজ পড়ার কথা। এই কথার জবাবে ইয়াজিদ বাহিনী বলেছিল নামাজ পড়ার দরকার তোমার হতে পারে তুমি পড়ো আমাদের পড়ার দরকার নেই। হোসাইন (রদ্বী.) মুসাফির হালাতে আছেন বলে দুই রাকাত আসরের কছর নামাজ পড়বেন বলে তাহরিমা বেঁধে দাঁড়ালেন। হোসাইন হুজুর জানতেন যে আমি যখন নামাজে দাঁড়াবো তখনই আমাকে শহীদ করা হবে। সেই মোতাবেক নামাজ পড়াকালীন শহীদ করা হয়েছিল হোসাইনকে। ইয়াজিদরা জানতো যদি নামাজ পড়ার সময় না মারতে পারি তাহলে আর কোনওদিনও মারতে পারবো না। কারণ হোসাইন তো লড়েনা লড়ছে রসুল (স.)-র পাগড়ি। হোসাইন তো লড়েনা লড়ছে হজরত আলী (রদ্বী.)-র তলোয়ার। হোসাইন তো লড়েনা লড়ছে মা ফাতেমা (রাদ্বী.)-র চাদর। এই তিনটি জিনিসের কারণে এই যুদ্ধে কেউ হারাতে পারত না।

সেই হোসাইনের শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে দিয়েছে। হোসাইন কে শহিদ করে দিয়েছে। ঐ মাথাটাকে নিজার উপর রাখা হল। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটা গির্জার পাশে দাঁড়িয়ে পানির খোঁজ করছে তখন ঐ গির্জার পাদ্রি জিজ্ঞাসা করছে এটা কার মাথা ? একজন বলে উঠলেন এটা রসুলের খান্দান হোসাইনের মাথা। আমরা তাকে মেরে দিয়েছি। খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে। পাদ্রি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন আজকে আমার বাড়িতে থাকো তোমরা। আর হোসাইনের শের মুবারকটা আমাকে দাও তার জন্য তোমাদের যত টাকা লাগে দেবো। কিতাবে এসেছে ৫০০০ থেকে ১০০০০ দিরহাম দিয়ে নিয়েছিল। ঐ মাথাটাকে সারারাত ধরে দেখেছে (কান্না, ভালোবাসা এবং ভক্তি সহকারে)। কিতাবে এসেছে হোসাইনের মাথাটা যে পাথরের উপর রেখেছিল সেই পাথর থেকে আজও ঐ তারিখে (১০ই মুহাররম) টাটকা কাঁচা রক্ত বের হয় ।

ক্ষমা চেয়েও পার পাচ্ছেন না এনজো ফার্নান্দেজ, হতে পারে বড় শাস্তি

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকায় আবারও আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর একটু বেশিই উন্মাদনা পেয়ে বসেছিল এনজো ফার্নান্দেজকে। তবে সে উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ন্যক্কারজনকভাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা লাইভ ভিডিওতে তিনি একটি গান গেয়ে ওঠেন, যাতে ফ্রান্স দলকে নিয়ে অত্যন্ত অপমানজনক ও বর্ণবাদী ভাষা ছিল।

গানটি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনার ঝড় উঠলে বিপদ আঁচ করতে পারেন ফার্নান্দেজ। পরক্ষণেই ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে চেলসির এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার ক্ষমা চেয়েও পার পাচ্ছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (এএফএ) ও ফিফাকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থাও নিতে যাচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা ও ফার্নান্দেজের ক্লাব চেলসি এরই মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে হতে পারে বড় শাস্তি। এক বিবৃতিতে এফএফএফ জানিয়েছে, ‘আর্জেন্টিনা দলের এক খেলোয়াড় ও সমর্থকদের গাওয়া গানটির মাধ্যমে ফ্রান্স দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশে অগ্রহণযোগ্য, বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য খেলাধুলা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধের পরিপন্থী। ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপে দিয়ালো এ ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি এটিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন এবং (ফার্নান্দেজের বিরুদ্ধে) আইনি অভিযোগ করতে সরাসরি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’ এফএফএফ সভাপতি দিয়ালো ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফার কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্যও।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, ‘ফুটবল ও এর ২১১টি জাতীয় ফেডারেশনের অবশ্যই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। এ ধরনের ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি টাস্কফোর্স আবারও চালু করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

ফিফার এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি ভিডিও সম্পর্কে আমরা সচেতন এবং ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খেলোয়াড়, ভক্ত, কর্মকর্তাসহ যিনিই জড়িত থাকুন না কেন, ফিফা সব ধরনের বৈষম্যের তীব্র নিন্দা জানায়।’

এদিকে ফার্নান্দেজের ক্লাব চেলসিও এনজোর বিতর্কিত গান গাওয়া নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। লন্ডনের ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘চেলসি ফুটবল ক্লাব সব ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য মনে করে। একটি বৈচিত্র্যময় ক্লাব হতে পেরে আমরা গর্বিত। এখানে সব সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাগত জানানো হয়। আমরা আমাদের খেলোয়াড়ের সর্বজনীন ক্ষমার ব্যাপারে অবগত এবং এটিকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছি। ক্লাবের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলামূলক পদ্ধতি মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

চেলসির বর্তমান স্কোয়াডে ৭ জন ফরাসি ফুটবলার আছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি এক্সপ্রেস জানিয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩ সতীর্থ আলেক্স দিসাসি, মালো গুস্তো ও ওয়েসলি ফোফানা এনজো ফার্নান্দেজকে ইনস্টাগ্রামে ‘আনফলো’ করে দিয়েছেন। ফোফানা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ফার্নান্দেজের বির্তকিত গানটির ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ‘এটা ২০২৪ সালের ফুটবল, যেখানে অবাধে বর্ণবাদ চলছে।’

পান্ডিয়া নন, ভারতের নতুন অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার

আপনজন ডেস্ক: ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, এখনকার সহ-অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে টপকে শ্রীলঙ্কা সফরে এ সংস্করণের অধিনায়কত্ব পেতে যাচ্ছেন সূর্যকুমার। ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানোর পর এ সংস্করণ থেকে অবসরের ঘোষণা দেন তখনকার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ফাইনালের পর অবসর নেন বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজাও। বিশ্বকাপের পরপরই জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজে কার্যত ভারতের দ্বিতীয় সারির দল খেলেছে, যেটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন শুবমান গিল।

রোহিতের পর টি-টোয়েন্টিতে পান্ডিয়াই অধিনায়ক হবেন, এমন ইঙ্গিত অবশ্য ছিল। এরই মধ্যে ভারতকে ৩টি ওয়ানডের পাশাপাশি ১৬টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। এ ছাড়া আইপিএলে গুজরাট টাইটানস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন এ অলরাউন্ডার। সর্বশেষ মৌসুমে রোহিতকে সরিয়ে মুম্বাই অধিনায়ক বানিয়েছিল তাঁকে। তবে ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ এবং ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে পান্ডিয়া অধিনায়কত্ব পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো। সর্বশেষ অক্টোবর-নভেম্বরে হয়ে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে অ্যাঙ্কেলে চোট পাওয়া পান্ডিয়া মাঠের বাইরে থাকেন বেশ কিছু দিন। আইপিএল দিয়ে দলে ফেরেন তিনি। এমনিতে ২০২২ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের ৭৯টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪৬টিতে খেলেন পান্ডিয়া।

সূর্যকুমার আইপিএলে সর্বশেষ মৌসুমেও পান্ডিয়ার অধীনেই মুম্বাইয়ে খেলেছেন। অবশ্য আইপিএলের বাইরে ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বাইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজেও ভারতের অধিনায়ক ছিলেন এ ব্যাটসম্যান, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের প্রথম পছন্দের একাদশেও তিনি আছেন।

এ মাসের শেষ দিকে শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে ভারত। বিশ্বকাপের পর সরে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের জায়গায় নতুন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে এটিই হবে ভারতের প্রথম সফর। এ সফরের দল নির্বাচনে আজ বৈঠকে বসার কথা নির্বাচকদের।

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে সমস্যা হবে না, বললেন এমবাপ্পে

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে। আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম, রদ্রিগোদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও। গতকাল এমবাপ্পেকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গ্যালারিভর্তি সমর্থকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল।

এমবাপ্পে এ আনুষ্ঠানিকতা শেষে রিয়ালের খেলোয়াড় হিসেবে নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, মাদ্রিদের ক্লাবটির স্কোয়াড থেকেও একজন তাঁকে এই ক্লাবে যোগদানের অনুরোধ জানিয়ে খুদে বার্তা পাঠিয়েছেন।

কে? ভিনিসিয়ুস জুনিয়র! গতকাল সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গারকে নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, ‘ভিনি আমাকে অনেক খুদে বার্তা পাঠিয়ে বলেছে, “চলে আসো, আমরা আক্রমণভাগে একসঙ্গে খেলব। তবে রিয়াল মাদ্রিদ যে বিশ্বের সেরা ক্লাব, সেটি আমার খেলোয়াড়দের বলে দিতে হবে না। যদিও খেলোয়াড়েরা আমাকে চায়, এটা জেনে ভালো লেগেছে।’

এমবাপ্পে রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার আগে গুঞ্জন উঠেছিল, দলটির আক্রমণভাগে তাহলে ফরাসি তারকাকে কোন পজিশনে খেলানো হবে? সাধারণত রিয়ালের বাঁ উইংয়ে খেলেন ভিনিসিয়ুস এবং এই পজিশনে তিনি কয়েক মৌসুম ধরেই দুর্দান্ত। ডান উইংয়ে রদ্রিগোকে রেখে তাদের পেছনে বেলিংহামকে খেলান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে এমবাপ্পেও পিএসজির হয়ে গত মৌসুমে ভিনিসিয়ুসের পজিশনেই খেলেছেন। সে কারণেই প্রশ্নটি এখনো উঠছে।

৪৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল রিয়ালে কোন পজিশনে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন? ফরাসি তারকা বলেছেন, ‘কোচ যেখানে খেলাতে চান আমি সেখানেই খেলব। প্যারিসে আমি আক্রমণভাগে তিনটি পজিশনে খেলেছি, সেটা মোনাকো ও ফ্রান্সের হয়েও। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো শারীরিকভাবে ফিট থাকা। পজিশনটা কোনো বিতর্কের বিষয় নয়, এটা একটি অংশ। আমি খেলতে চাই, কিন্তু কোথায় খেলব সেটি কোচের সিদ্ধান্ত।’

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে সমস্যা হবে না জানিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, ‘ভিনিসিয়ুস অনন্য খেলোয়াড়। সে, রদ্রিগো এবং বাকিদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। গ্রেট খেলোয়াড়দের একসঙ্গে খেলতে হবে। ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে খেলতে কোনো সমস্যা হবে না। সে নিখুঁত একটি মৌসুম কাটিয়েছে এবং মানিয়ে নেওয়ার দায়িত্বটা আমার।’

গত মৌসুমে রিয়ালের লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে ২৪ গোল করে দারুণ অবদান রাখেন ভিনিসিয়ুস। তাঁর চেয়ে বেশি গোল করতে পারেননি রিয়ালের কোনো খেলোয়াড়। এমবাপ্পে গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে একটু অন্য রকমভাবে বরণও করে নিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। এমবাপ্পের রিয়ালে যোগ দেওয়ার একটি ছবি পোস্ট করা হয় ক্লাবটির ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডল থেকে। ভিনি পোস্টটি শেয়ার দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘১, ২, ৩… আলা মাদ্রিদ।’ এমবাপ্পে গতকাল বার্নাব্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের প্রতি ঠিক এ কথাই বলেছেন। ২০০৯ সালে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও রিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার পর একই কথা বলেছিলেন সমর্থকদের প্রতি।

র‍্যাঙ্কিংয়ে সুখবর জয়সোয়াল-গিলের

আপনজন ডেস্ক: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে এখনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ তেমন একটা শুরু হয়নি। সম্প্রতি শেষ হয়েছে ভারত-জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এই দুই সিরিজের প্রভাবই আছে আইসিসির হালনাগাদ র‍্যাঙ্কিংয়ে।

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে জেতে ভারত। সেই সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করে আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দারুণ উন্নতি করেছেন যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিল। বাঁহাতি জয়সোয়াল এগিয়েছেন ৪ ধাপ, আছেন ৬ নম্বরে। অন্যদিকে গিল এগিয়েছেন ৩৬ ধাপ, তাঁর বর্তমান অবস্থান ৩৭ নম্বরে। বল হাতে জিম্বাবুয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি ১১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৪৪ ধাপ।

জয়সোয়াল জিম্বাবুয়ে সিরিজে খেলেছেন মাত্র ৩টি ম্যাচ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা এই ক্রিকেটার প্রথম দুই ম্যাচে ছিলেন না। সিরিজেই তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিরে খেলেন ৩৬ রানের ইনিংস। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে খেলেন অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস।

বাঁহাতি এ ওপেনার সিরিজের শেষ ম্যাচে ১২ রানে আউট হলেও র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪ ধাপ এগিয়েছেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে এটাই সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং। জিম্বাবুয়ে সিরিজে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন গিল। ৫ ম্যাচে ১৭০ রান করায় গিলের ৩৬ ধাপ উন্নতি হয়েছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে এখনো আছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেড।

সিরিজ হারলেও মুজারাবানি পুরো সিরিজে দারুণ বোলিং করেছেন। ৫ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৬টি, ইকনোমি রেটও ছিল দারুণ– ৬.০০। সে কারণেই এই পেসারের ১১ ধাপ উন্নতি। সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট (৮) নেওয়া মুকেশ কুমার ২১ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৭৩ নম্বরে। স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দর ৩৬ ধাপ এগিয়েছেন, তাঁর বর্তমান অবস্থান ৪৬ নম্বরে। এই স্পিনারও ৫ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৮টি। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছেন ইংল্যান্ড স্পিনার আদিল রশিদ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১১৪ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। সেই টেস্টের প্রভাব আছে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে। ৩ ধাপ এগিয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ৭ নম্বরে এখন হ্যারি ব্রুক। অভিষেক টেস্টে ১২ উইকেট নেওয়া গাস অ্যাটকিনসন এক লাফে উঠে এসেছেন ৫২ নম্বরে।

অলিম্পিকের স্বর্ণপদকের দাম কত?

আপনজন ডেস্ক: অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের আর্থিক মূল্য কত?প্রশ্নটা অনেকের কাছেই বেশ অদ্ভুত শোনাবে। অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের মূল্য কাগুজে মুদ্রায় বিচার করা যায় নাকি! এই সোনার পদকের সঙ্গে যে আবেগ জড়িয়ে আছে, সেটি তো অমূল্য। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পরই তো এই পদক। এই পদকের পেছনে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম। বছরের পর বছর একটা লক্ষ্যে চোখ রেখেই আসে চূড়ান্ত সাফল্য, গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় সেই পদক। শুধু আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অলিম্পিকের একটা সোনার পদকের মূল্যায়ন করা কঠিনই।

তবে প্রশ্ন আসতেই পারে, অলিম্পিকের সোনার পদক কি পুরোটাই খাঁটি সোনার? এর ওজন কত? নিউইয়র্ক টাইমস ২০২২ সালে একটা প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) বরাতে অবশ্য যা লিখেছিল, তাতে নিতান্তই বৈষয়িক ব্যক্তির বেশ হতাশ হওয়ারই কথা। আইওসি জানিয়েছিল অলিম্পিকের সোনার পদকে সোনার পরিমাণ আসলে মাত্র ৬ গ্রাম। পদকের ওজন ৫৫৬ গ্রাম। এর বেশির ভাগই রুপা–৯২.৫ শতাংশই! এই সোনার পদকের দাম ৮০০ ডলার। ২০২১ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ অলিম্পিকের আসরে একটি সোনার পদকের আর্থিক মূল্য এমনই ছিল। ভারতীয় মুদ্রায় ৯৪ হাজার টাকার একটু বেশি। রুপার পদকে অবশ্য পুরোটাই খাঁটি রুপা থাকে। এর ওজন ৫৫০ গ্রাম। দাম ৪৫০ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫৩ হাজার টাকা। ব্রোঞ্জপদকের দাম অবশ্য ভারতীয় মুদ্রায় বলতে গেলে নামমাত্রই। দাম মাত্র ৫ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৫৮৭ টাকা।

এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুসদের অধিনায়ক হয়ে রিয়ালেই মদরিচ

আপনজন ডেস্ক: লুকা মদরিচের সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি নবায়ন করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২৪-২৫ মৌসুমেও ক্রোয়াট অধিনায়ক বার্নাব্যুতে থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা। এ নিয়ে ১২ বছর পার করে রিয়ালে ১৩তম মৌসুম কাটাতে চলেছেন মদরিচ।

৩৮ বছর বয়সী তারকারকে রিয়ালের নতুন অধিনায়কও করা হয়েছে। তার মানে, আগামী মৌসুমে কিলিয়ান এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুস জুনিয়ররা মদরিচের নেতৃত্বে খেলবেন।

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ৬টি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ৪টি লা লিগা জেতা মদরিচ গত মৌসুমে খুব বেশি সময় খেলার সুযোগ পাননি। লিগে ১৪ ম্যাচেই মাঠে নেমেছেন বদলি হিসেবে। তবে যেটুকু সময় মাঠে কাটিয়েছেন, তাতে রিয়ালের মতো দলে নিজের উপযোগিতা প্রমাণ করে গেছেন।

মদরিচের চুক্তি নবায়নের ব্যাপারে এক বিবৃতিতে রিয়াল মাদ্রিদ লিখেছে, ‘আমরা আমাদের (নতুন) অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছি। তিনি ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ক্লাবের সঙ্গে থাকছেন।’

মদরিচ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘বিশ্বের সেরা ক্লাবের হয়ে খেলা চালিয়ে যেতে পেরে আনন্দিত।’ চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে মাদ্রিদে ফেরার পর গত ২ জুন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মদরিচ বলেছিলেন, ‘সামনের মৌসুমেও দেখা হবে।’ দলও যে অভিজ্ঞ এই মিডফিল্ডারকে আরও এক মৌসুম দলে পেতে চায়, সেটি স্পষ্ট করেন কোচ কার্লো আনচেলত্তিও, ‘মদরিচের সঙ্গে আমার কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি। খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বসেরাদের অন্যতম তো বটেই, মানুষ হিসেবেও সে চমৎকার। আমাদের সমস্যা হয়নি, হবেও না।’

এই কথাগুলোতেই মদরিচের রিয়ালে থেকে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। আজ সেটাই সত্যি হলো।

চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে মেসি

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার ফাইনালে ডান পায়ের অ্যাঙ্কেলে চোট পান লিওনেল মেসি। গতকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, চোটে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

মায়ামির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘মেডিকেল পরীক্ষার পর এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, লিওনেল মেসি ডান অ্যাঙ্কেলে লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন। অধিনায়ককে কবে পাওয়া যাবে, সেটি নির্ভর করছে তাঁর পর্যায়ক্রমিক সেরে ওঠা এবং সেগুলোর মূল্যায়নের ওপর।’

মেসির মেডিকেল চেকআপের আগে গতকাল মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো জানিয়েছিলেন, মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মায়ামির অন্তত পরবর্তী দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। ২৭ জুলাই লিগস কাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে এমএলএসে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোরে টরন্টো এফসি এবং রোববার ভোরে শিকাগো ফায়ারের মুখোমুখি হবে মায়ামি। মার্তিনো এর আগে সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘সে অ্যাঙ্কেল মচকে ফেলেছে এবং চোট ঠিক হয়নি। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার ফল পেতে অপেক্ষা করতে হবে। পরিস্থিতির মাত্রা বুঝতে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হবে। আমাদের কাইনসিওলজিস্ট (ফিজিও) ওয়াল্টার ইনসউরালদে জাতীয় দলেরও কাইনসিওলজিস্ট। পরীক্ষার ফল পাওয়ার আগে কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে সে খুব সাবধানী।’ গত রোববার কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে পায়ে চোট পেয়ে ৬৪ মিনিটে মাঠ ছাড়েন মেসি। ডাগআউটে বেঞ্চে বসে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। পরে ক্যামেরা ধরলে দেখা যায়, মেসির ডান অ্যাঙ্কেল বেশ ফুলে গেছে।

গত সোমবার ইনস্টাগ্রামে করা পোস্টে শারীরিকভাবে ভালো বোধ করার কথা জানিয়েছিলেন মেসি। দ্রুতই মাঠে ফেরার আশা প্রকাশ করেছিলেন।

২৩ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে মোট ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে দ্বিতীয় মায়ামি। তাদের সঙ্গে ১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে সিনসিনাটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**